মানব সৃষ্টি
ইসলাম ও বিজ্ঞানে



মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা

মানব সৃষ্টি
ইসলাম ও বিজ্ঞানে

www.amarboi.org

মানব সৃষ্টি
ইসলাম ও বিজ্ঞানে

মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা

র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

www.amarboi.org

মানব সৃষ্টি : ইসলাম ও বিজ্ঞানে

মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা

প্রকাশনায়
র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন-৮৬২২১৯৫

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী, ২০১০
মহররম, ১৪৩১
পৌষ, ১৪১৬

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২৫৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৯৬৬৩৭৮২

মূল্য ঃ পঞ্চান্ন টাকা মাত্র

Manob Sristi : Islam O Biggane (Creation of Human in the Light of Islam and Science) Written by **Md. Masum Billah Bin Reja**, Published by RAQS Publications, 230 New Elephant Road, Dhaka-1205, First Print January 2010 Price Tk. 55.00 only.

Raqs Book Series : 14

www.amarboi.org

তোহ্‌ফা

দাদা মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার সরকার, দাদী মোসাম্মৎ সাহেরা খাতুন
এবং নানা মোহাম্মদ আশরাফ আলী সরকারের আত্মার মাগফিরাত কামনায়–

আল্লাহ তুমি এ নগণ্য তোহ্‌ফা কবুল করে নাও

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

মোর এ কীর্তি– স্মরণ করাবে মম স্মৃতি।
তাই মম অগোচরে– দু'আ করিও মোর তরে।

www.amarboi.org

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা (বীর্য) বের হয় পৃষ্ঠদেশ (Loins) (পুরুষের) এবং বক্ষদেশ (Ribs) (মহিলার) হতে। (সূরা আত-তারীক : আয়াত-৭)

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

মানুষের সাধনাই হলো আল কুরআন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুন্দর সাধনা। মহান আল্লাহ কুরআন নাযিল করতে গিয়ে শুরুতেই বলেন, 'হে নবী! আপনি পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে যা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে তা থেকে। আপনি পড়ুন, আপনার রব বড়ই দয়ালু যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর হাদীস– প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জ্ঞানার্জন ফরয (অত্যাবশ্যক)।। আল কুরআন ও হাদীস পর্যালোচনা করে আমরা এটাই পাচ্ছি যে, পাঠের কোনো বিকল্প নেই। পাঠ বা শিক্ষা গ্রহণ করা মানুষের জন্য একটি অপরিহার্য সুন্দর কাজ। যে জাতি যতোবেশি শিক্ষিত, সে জাতি ততোবেশি উন্নত। সৃষ্টির শুরুতে মানুষ দেয়াল বা পাহাড়ের গুহায় তার নিজের ভাবনা লিখে রাখতো। পর্যায়ক্রমে মানুষ পশুর চামড়া, গাছের ছাল বা পাতায় লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতো।...

উত্তরাধুনিক এই বিজ্ঞানময় জগতে মানুষ বইয়ের কাছে অপরিহার্যভাবে ঋণী। একটি সত্য ও সুন্দর বই মানুষকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। ওমর খৈয়ামের ভাষায় 'যদি তেমন বই হয়'। বইয়ের এই অপরিহার্যতার জন্য আমরা প্রকাশনা জগতে আমাদের স্বাক্ষর রেখে যেতে চাই। আমাদের এবারের আয়োজন তরুণ লেখক মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা– তিনি একটি গবেষণাধর্মী যুগোপযোগী, কুরআনের তথ্যভিত্তিক বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে দিলে আমরা তা পড়ে দেখেছি যা আসলেই সুন্দর। এ রকম মূল্যবান একটি গ্রন্থ বাজারে আসা দরকার বলেই গ্রন্থটি প্রকাশে আমরা উদ্যোগী হই– শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটির নাম দাঁড়ায় 'মানব সৃষ্টি: ইসলাম ও বিজ্ঞানে'। আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস আশা করি আপনার সংগ্রহকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

www.amarboi.org

অভিমত

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই পবিত্র কুরআনকে বিজ্ঞানময় কুরআন বলেছেন (সূরা ইয়াসীন, আয়াত-০২)। আর এটা একেবারেই সঠিক যে হিকমাহ্ বা বিজ্ঞান আল-কুরআনের অন্তর্গত একটি বিশেষ Subject (বিষয়)। তাছাড়া সমগ্র বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ইঙ্গিত-এর (কুরআনের) আয়াতগুলোতে বিবৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ৫৫৫টি আয়াতে সরাসরি বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচিত হয়েছে এবং এক-পঞ্চমাংশ আয়াতে জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে আকার-ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। এই যেখানে বাস্তবতা সেখানে পবিত্র কুরআন নিয়ে গবেষণা ও চর্চা করার মুসলমান কোথায়?

তাই বর্তমান Science এবং Technology এর যুগে আল-কুরআনে মহান আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে স্নেহবর জনাব মোঃ মাসুম বিল্লাহ্ বিন রেজা এর মানব সৃষ্টি : ইসলাম ও বিজ্ঞানে গ্রন্থটি গবেষণামূলক, কুরআনিক তথ্যভিত্তিক, যুগোপযোগী এবং সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি এ মূল্যবান গ্রন্থটি পুরো পড়ে দেখেছি। এ গ্রন্থে তিনি যে সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন তা নিখুঁত ও বাস্তব সত্য। সুতরাং, তার গ্রন্থটি যেমন তথ্য ও তত্ত্বমূলক, তেমন বিস্তারিত ও অকাট্য প্রামাণ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি বাংলা ভাষার লোকদের জন্য নজিরবিহীন সম্বলিত গ্রন্থ। আমি এ গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি এবং আন্তরিকভাবে দো'আ করছি যেন মহান আল্লাহ তাঁর এরূপ লেখনীশক্তির ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন।

ডাঃ মোঃ হামিদুল হক
এম.বি.বি.এস
পিএইচ-ডি (মেডিসিন)
এফআইএজিপি (ভারত)
অতিরিক্ত প্রধান চিকিৎসক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.amarboi.org

অভিমত

বর্তমানকালে আমাদের মূল সমস্যা হলো ইসলামকে আমরা শুধু 'ধর্ম' মনে করছি এবং ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনা করছি।

ইসলাম সৃষ্টির ধারাবাহিকতার মতো মানব জীবনের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সমাজ, পরিবেশ, প্রতিবেশসহ সবকিছু রয়েছে। ইসলামের একটি অংশ মাত্র বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানে মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে মানব জাতিকে ধারণা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। যাতে মানুষ যথাযথ তথ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। এদিকে মানুষও বরাবর অজানাকে জানার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই জানার চেষ্টার অব্যাহত ধারাবাহিকতার বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ যখন সত্য তথ্য আবিষ্কার করেছে তখনই তারা উপলব্ধি করেছে মহান আল্লাহ তা'আলার বিধান কুরআনে তা পূর্ব থেকেই সন্নিবেশ করা আছে, তখনই তারা বিস্মিত হয়েছে, হতবাক হয়েছে এবং সর্বোপরি উপলব্ধি করেছে কুরআনের বাক্যগুলো মানুষের বাক্য নয়– স্রষ্টার বাক্য, স্রষ্টার বিধান।

আমরা বাঙালী মুসলিম, বিজ্ঞান মনস্ক নই বলে এসব তথ্য আমাদের অজানা। পাশ্চাত্যের মানুষ এসব খবর রাখে। ফলে ইসলামে ফিরে আসার লাইন সেখানে দ্রুতবেগে লম্বা হচ্ছে। ফিরে আসছে শিক্ষিত, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মানুষ।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। নেই কোনো ভুল বুঝাবুঝি। পরস্পর এখন সমার্থক। হাতে হাত ধরা সাথী, সহচর ও সহোদর। তাদের অবস্থান এখন একই ভূবনে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ইসলামকে উজ্জ্বলতর ও মহিমান্বিত করছে। বিজ্ঞান হয়ে ওঠেছে এখন ইসলামের কমপ্লিমেন্টারী এবং সাপলিমেন্টারী বিষয়। বিজ্ঞানের চর্চা মানে ইসলামের চর্চা, অপরদিকে ইসলামের চর্চা মানে বিজ্ঞানের চর্চা।

বাঙালী মুসলিম, বিশেষ করে তথাকথিত আলেম সমাজ বিজ্ঞান মনস্ক হলেই আমরা একটু একটু করে অগ্রসর হতে পারি। ইসলামকে সঠিকভাবে জানার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে যেসব প্রতিকূলতা বিদ্যমান রয়েছে, তার অন্যতম হলো

www.amarboi.org

বিজ্ঞানবিমুখতা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং কারিকুলামে বিজ্ঞান প্রায় অনুপস্থিত। আমাদের রাজনীতিতে 'বিজ্ঞান' অনভিপ্রেত। অথচ বিজ্ঞান মানুষকে ইসলামের কাছাকাছি যত তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে সক্ষম, অন্য কোনো পন্থায় তা সম্ভব নয়।

মানব জাতির গন্তব্য এবং ভবিষ্যৎ ইসলামে। ইসলামে পৌঁছতে হলে বিজ্ঞান চর্চায় আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। অনুজ প্রতীম মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা অগ্রবর্তী হয়ে কাজটি শুরু করেছেন। আমি তাঁকে বিজ্ঞানের অঙ্গনে স্বাগত জানাই এবং সাফল্য কামনা করি।

মাহবুবুল হক
ট্রাস্টি
সেন্টার ফর ন্যাশনাল কালচার (সিএনসি)

www.amarboi.org

লেখকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَالسَّلَامُ عَلَى الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

প্রারম্ভে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও তা'রীফ করছি, যার অশেষ কৃপায় এ বইটি জনগণের কাছে উপস্থাপন করার তৌফিক হয়েছে। অতঃপর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদের (সা) উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনকে (ইসলামকে) পূর্ণতা দান করেছেন।

কুরআনুল কারীমের প্রথম উচ্চারণ (إِقْرَأْ) 'ইকরা' অর্থ পড়ো।

মহানবীর (সা) দ্বারা প্রচারিত ইসলাম এবং মুসলিম সভ্যতার শুরুর এ হলো প্রথম বাক্য।

"إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ."

আপনি পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে যা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে তা হতে। আপনি পড়ুন, আপনার রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না। (সূরা আলাক : আয়াত-১-৫)

এ হলো যারা কুরআনুল কারীম অনুসরণ (Imitate) করে তাদের উদ্দেশ্যে মহিমাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রথম বাণী।

তাই মুসলিমের সাধনাই হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা। আল্লাহ তা'আলা যা (قلم) কলমের সাহায্যে দান করেছেন। মূর্খতার যেমন সীমা-পরিসীমা নেই, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও নেই সীমা-পরিসীমা। মূর্খতার এক নাম অন্ধকার। অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জগতের জীব– অন্ধকারের জীব। তাদের চক্ষু এমনই অন্ধকার যে, আলোর সামনে এলে তারা ধাঁধাঁগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় তাদের অন্তরজগৎ যখন আলোকিত হয়, তখন

www.amarboi.org

সবকিছুই তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে মহান নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) অন্ধকার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। উল্লেখ্য জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ ভিন্ন দু'টি শব্দ।

পবিত্র কুরআনের প্রথম বাণী তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অন্ধকার দূরিভূত করে জগতকে সত্যের আলোয় আলোকিত করার আহ্বান। এ আহ্বানকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করে কুরআনের প্রতিবিম্বস্বরূপ সত্যালোকিত, সত্যালোক হতে প্রেরিত মহানবী (সা) বিশ্ব জগতের কাছে পৌছে দিলেন সে বাণী।

অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জগতের অভিশপ্ত ও হতভাগ্য মানুষদের কাছে এ আলোকিত বাণী পৌছে দেয়ার সাধনায় ব্রতী মহানবী (সা) নিজ কর্ম ও সাধনাবলে, এক অসাধারণ ঐশী শক্তির বলে জগতের বহু অসাধ্য কর্ম সুষ্ঠুভাবে সাধন করলেন।

অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জগতের অজ্ঞ-অশিক্ষিত-অভিশপ্ত মানুষদের মধ্যে আল্লাহর প্রথম বাণী 'ইকরা'কে মানব মনে পৌছে দেয়ার সাথে সাথেই যেন এক অসাধারণ প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করলো।

অসংখ্য কল্পিত দেব-দেবীর প্রতি আত্মসমর্পণ, অন্ধ ও গোঁড়া ধর্ম বিশ্বাসে অভিশপ্ত আরব পৌত্তলিকেরা যখন মনুষ্যত্বের সর্বশেষ সীমায় নেমে এলো 'ইকরা' ডাক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংসমুখী এক প্রবল জনস্রোত যেন হঠাৎই থমকে দাঁড়ালো।

অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসার এ আহ্বান বিফলে গেলো না। অজ্ঞ মানুষেরা একবার জানার চেষ্টা করলো 'ইকরা' (পাঠ করো)– এ আহ্বান তো তারা এর আগে কখনো শোনেনি। এক আল্লাহর আহ্বান তো সে কতকাল আগে ঈসা (আ) শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সে ধর্ম-মতের, ইঞ্জিলের বিশুদ্ধতার অবলুপ্তি তো কতকাল আগেই ঘটেছে।

তারপর এমন শ্বাপদ-সঙ্কুল জাহেলিয়াতে আচ্ছন্ন এ মরুভূমিতে স্বর্গের এ মধুময় আহ্বান! 'আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন যা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে তা হতে'– সত্যিই তো, আর সে আল্লাহ 'কলমের সাহায্যে জ্ঞান দান করেছেন'– এমন চাঞ্চল্যকর, এমন আলোকিত সত্য বাণী, যার উপর প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে না জানি তিনিও বা কত জ্ঞানী! আর আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকেই কুরআনের প্রতিবিম্ব তৈরি করলেন।

আর তিনিই তো 'অনুগ্রহ করে মানুষকে দান করেছেন অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান'। এ হলো

www.amarboi.org

'ইকরা' অর্থাৎ পাঠ করার অভূতপূর্ব, অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান সাধনার প্রথম আহ্বান। এ পাঠের অন্ত নেই। আল্লাহ যেমন অনন্ত জ্ঞানময়, তিনি যেমন অসীম, তাঁর প্রদত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমাও তেমনি অসীম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ."

সমগ্র জগতে যতো গাছ রয়েছে, সেগুলো যদি কলম হয়, আর যে সাগর রয়েছে সেটা ব্যতীত এরূপ আরও সাতটি সাগর (কালির স্থল) হয়, তবুও আল্লাহর (গুণাবলীর) বাক্যসমূহ (লেখা) সমাপ্ত হবে না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (সূরা লুকমান : আয়াত-২৭)

বস্তুতপক্ষেই আল্লাহ অন্তহীন, অনন্ত জ্ঞানময়। আর আল্লাহ মহানবীর (সা) কাছে মহাজ্ঞান-বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ.

ইয়া-সীন, হেকমতপূর্ণ কুরআনের শপথ। (সূরা ইয়া-সীন : আয়াত-১-২)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

অনন্ত দয়াময় (আল্লাহ), কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। (অতঃপর) তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন। (সূরা আর-রহমান : আয়াত-১-৪)

কুরআন অবতীর্ণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সাথে সাথেই মানুষ পশুত্বের স্তর থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে পৌছে গেলো। পশু এবং মানুষের পার্থক্য, পশু অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, বাস্তবিকই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সাথে সাথেই সে সৃষ্টির সেরা জীব বলে নিজেকে ভাবতে শিখলো। এর মূল অনুপ্রেরণা শক্তি হলো পবিত্র কুরআন। জগতে এর সার্থক রূপকার হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)।

আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো, মানুষ। এ মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সবারই জানা উচিত। বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া যদিও পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য নয়, তথাপি আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ও অলৌকিক গ্রন্থটিতে নমুনাস্বরূপ এমন কিছু বৈজ্ঞানিক নিদর্শন

www.amarboi.org

রেখেছেন যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে শুধুমাত্র বিশ্বাসীদেরকেই নয় অবিশ্বাসীদেরকেও বিস্মিত করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ."

শীঘ্রই আমি দেখিয়ে দেব আমার কুদরতের নিদর্শনসমূহ পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ কুরআন সত্য। (সূরা হামীম সাজদা : আয়াত-৫৩)

বর্তমান যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীগণ বলেন, এ আয়াতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভ্রূণতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। ভ্রূণতত্ত্ববিদরা যুগের পর যুগ অনুসন্ধান করে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে যা আবিষ্কার করেছে, প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তা বলে দিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা থেকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। মানুষের আদি উৎস তথা পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য-প্রমাণ একদিকে যেমন ডারউইনের বানর তত্ত্বকে বাতিল করে দিচ্ছে– তেমন অন্যদিকে তা সর্বশেষ একত্ববাদী জীবন ব্যবস্থা ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআনুল কারীমের তথ্য ও বক্তব্যকে করছে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুসারে বানর থেকে মানুষের আবির্ভাব হয়নি অর্থাৎ মানুষ বানরের বংশধর নয়। বরং মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'সৃষ্টিশীল বিবর্তনের ধারায়'।

ধাপে-ধাপে পর্যায়ক্রমে সে মানুষকে তিনিই পরিগঠিত করেছেন এবং কুরআনের বর্ণনানুসারে তিনিই ঐশীজ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে তার মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে সে মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীবের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ও গৌরবে ভূষিত করেছেন।

মানুষের আদি উৎস, মানুষের সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণা আবিষ্কারের সারকথা এটাই। ২০০৭ সালে দৈনিক ইনকিলাবসহ আরও ৫টি পত্রিকায় মানব সৃষ্টি বিষয়ে আমার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

উক্ত প্রবন্ধগুলো বই আকারে প্রকাশ করার জন্য আমাকে অনেকেই সুপরামর্শ দিয়েছেন। তারই বহির্প্রকাশ এ বইটি। বইটি লেখার কাজে আমার আত্মীয়-স্বজন আমাকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন এবং বন্ধুরাও যথেষ্ট উৎসাহ

www.amarboi.org

যুগিয়েছেন। এ বইটি লিখতে কয়েকজন বিশ্বস্ত লেখকের সাহায্য নিতে হয়েছে আমাকে। আমি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বইটি নির্ভুল ও সুন্দর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এর পরেও বিজ্ঞ পাঠকের চোখে কোনো ভুল ধরা পড়লে প্রমাণসহ অবহিত করার অনুরোধ রইল।

বইটি দ্বারা জনগণের উপকার হলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রয়াস কবুল করুন এবং এ বইটি প্রকাশ ও প্রচারের সাথে যুক্ত সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে মহাপুরস্কার দান করুন। আমীন ॥

রবি: আ:- ১৪২৯ হিজরী
বৈশাখ- ১৪১৬ বাংলা
এপ্রিল- ২০০৯ ইংরেজী

বিনয়াবনত
মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সূচীপত্র

জীব ও পানি ১৯
পানির জীব ও স্থলের জীব ২৩
বিভিন্ন ধরনের পানি ২৬
বিভিন্ন ধরনের মাটি ৩০
মানব সৃষ্টির উপাদান ৩৪
শুক্রের উপাদানসমূহ ৩৮
কতটুকু উপাদান প্রয়োজন? ৪০
ডিম্বাণুর উর্বরতা লাভ ৪২
ডিম্বাণুর গেঁথে যাওয়া ৪৩
আকৃতির সৃষ্টি ৪৫
'আলাকে'র (যা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে তার) ব্যাখ্যা ৪৮
'মুদ্‌গার' (চিবানো গোস্তের) ব্যাখ্যা ৫০
'লাহ্‌মে'র (অক্ষত গোস্তের) ব্যাখ্যা এবং হাড়ের সৃষ্টি ৫১
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি ৫২
লিঙ্গের প্রভেদ চিহ্ন প্রকাশ ৫৩
আত্মার সৃষ্টি ৫৪
নতুন সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ ৬১
বাইরে বের করা ৬৩
ডারউইনের ক্রম বিবর্তনবাদের জবাব- এক ৬৫
ডারউইনের ক্রম বিবর্তনবাদের জবাব- দুই ৬৭
কুরআনের ভ্রূণতত্ত্বের ব্যাপারে খ্রিস্টান বিজ্ঞানীদের মতামত ৭১
মানব সৃষ্টি : ইসলাম ও বিজ্ঞানে (সংক্ষিপ্ত রূপ) ৭৩
তথ্যসূত্র ৭৭

www.amarboi.org

www.amarboi.org

জীব ও পানি

জগতের সব কিছুরই স্রষ্টা হলেন আল্লাহ তা'আলা। এটা বিশ্বাসের সাথেই সম্পর্কিত। কারণ যিনি (আল্লাহ) এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাকে সাধারণ মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। আল কুরআন বলছে,

"وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ."

'আল্লাহ সৃষ্টিধারা প্রবর্তন করেন তারপর পুনরাবৃত্তি করেন।' (সূরা আর-রূম : আয়াত-২৭)

আল্লাহ তা'আলা জগতের সকল জীব, উদ্ভিদ, বস্তু ও বস্তুর উপাদানের স্রষ্টা। তিনি সৃষ্টির সূচনা ও পুনঃসৃষ্টি প্রবর্তন করেন। সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রেই সৃষ্টির মূল উপাদান, স্থান, কাল ও অনুকূল পরিবেশ জড়িত রয়েছে। কোনো জীবকেই আকাশ হতে মাটিতে ফেলে দেয়া হয়নি।

জীবনের সূচনা ঘটেছে পানি থেকে। এটা যেমন বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত, তেমনি আল কুরআনেও উদ্ধৃত হয়েছে ১৪০০ বছর আগে। তাই পানির সাথে জীবের আদি উৎসের সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَىٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ."

'অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্রে মিলিত ছিলো? পরে আমরা তাদের পৃথক করেছি এবং আমরা প্রতিটি জীবন্ত জিনিসকে বের করেছি পানি থেকে। তারপরেও কি তারা বিশ্বাস করবে না?' (সূরা আল-আম্বিয়া : আয়াত-৩০)

(এখানে 'আমরা' দ্বারা আল্লাহকে বুঝতে হবে। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে আরবী ভাষায় আমরা এ বহুবচন সূচক সর্বনাম সম্মানার্থে একবচনে ব্যবহৃত হয়।)

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَىٍّ.

'প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে'। চিন্তাবিদদের মতে, শুধু মানুষ, জীব-জন্তুই, প্রাণী ও আত্মাওয়ালা নয় বরং উদ্ভিদ– এমনকি জড় পদার্থের

www.amarboi.org

মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত আছে। বলাবাহুল্য এসব বস্তু সৃজন আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলকে (সা) বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তু সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন। জবাবে তিনি বললেন, প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত। (মুসনাদে আহ্‌মাদ)

জীবন্ত সব কিছুই সৃষ্টি হয়েছে পানির দ্বারা (সে সৃষ্টির কাজে পানি হলো অপরিহার্য উপাদান) অথবা প্রতিটি জীবন্ত বস্তুর উৎপত্তি ঘটেছে পানি থেকেই। দু'টি অর্থই হতে পারে। বস্তুত জীবনের উৎপত্তি ঘটেছে পানি থেকেই এবং পানিই হচ্ছে জীবন্ত জীবকোষ গঠনের প্রধানতম উপাদান। পানি ছাড়া জীবন আদৌ সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীগণ গ্রহান্তরে জীবনের (প্রাণের) সন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই খুঁজেছেন পানির অস্তিত্ব।

পৃথিবীর আদি এককোষী অ্যামিবার উৎপত্তি হয় সাগরের লোনা পানিতে। তার গঠন প্রকৃতি আশ্চর্যজনক, রহস্যময় ও জটিল। এর মধ্যে রয়েছে প্রোটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস। এদের রাসায়নিক গঠনও জটিল। আবার নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজমের একটি অংশ হলো 'জিন'। এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বংশগতির গোপন তথ্য।

জীবকোষের বেশির ভাগ অংশ পানি এবং বাকি অল্প কিছু থাকে গ্যাসীয় উপাদান। এদের দ্বারা গঠিত জীবকোষের প্রোটোপ্লাজম নামক অতি জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থটির কর্ম চাঞ্চল্যই জীবনকে গতিময় করে রাখে। জীবকোষের অভ্যন্তরে জীবন নামের একটা স্পন্দন বিরাজ করে। সুস্থ প্রাণীর হৃৎপিণ্ড যেমন নিজের থেকেই স্পন্দিত হতে থাকে তেমনি জীবকোষের মৌল ও যৌগের অনুপাত এবং অনুকূল পরিবেশ টিকে থাকলে নিজ থেকেই সেটি স্পন্দিত হতে থাকে।

একজন কলেরার রোগীর শরীরের জলীয় অংশ (লবণ পানি) বের হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ড সতেজ থাকলেও সেটির স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। তেমনি জীবকোষের অভ্যন্তরীণ পানি ও অন্যান্য উপাদানের আনুপাতিক সাম্যতা বজায় না থাকলে সেটিতে স্পন্দন বা প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে স্পন্দন হলো স্রষ্টার (আল্লাহর) Information bit. এটিই জীব নামের রহস্যময় সত্তা।

www.amarboi.org

একে পৃথিবীতে ধরে রাখার উপযুক্ত মাধ্যম হলো পানি। একটি ক্যাসেটের ফিতায় যেমন বিভিন্ন ধরনের গান ধারণ করে রাখা হয়, তেমনি পানি হলো পৃথিবীতে জীবনকে (Information bit) ধরে রাখার মূল উপাদান। পানি এর আরবী শব্দ হলো– ماء (মাউন)-এর দ্বারা আকাশের পানি, সমুদ্রের পানি এবং যে কোনো তরল পদার্থ বুঝানো হয়ে থাকে। আকাশের পানি হলো জীবনের অপরিহার্য উপাদান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى."

এবং (আল্লাহ) আকাশ হতে পানি বর্ষাণ অতঃপর আমি তার দ্বারা জোড়ায় জোড়ায় উদ্ভিদ জন্মাই যেনো একটা আরেকটা হতে আলাদা হয়। (সূরা ত্বহা : আয়াত-৫৩)

লতা, গুল্ম, ফল-ফুল ও বৃক্ষের ছালে আল্লাহ তা'আলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে তাই চূড়ান্ত।

এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ মানুষ ও তাদের পালিত জন্তু এবং বন্য জন্তুদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গৃহ নির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহার উপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ماء (মাউন) দ্বারা তরল পদার্থ বুঝায়। কোন্ ধরনের তরল পদার্থ সেটা বলা হয়নি। তাহলেও এর দ্বারা এমন তরল পদার্থ বুঝান হয়েছে যা ছিলো প্রাণী জীবনের আদি উৎস। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ."

আর আল্লাহ সব প্রাণীকেই সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। (সূরা আন-নূর : আয়াত-৪৫)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

"وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا."

আর তিনিই (আল্লাহ) একক সত্তা, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। (সূরা দুখান : আয়াত-৫৪)

www.amarboi.org

পিতা-মাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয় তাকে (نسب) 'নাসাব' বলা হয় এবং স্ত্রীর দিক থেকে যে আত্মীয়তা হয় তাকে (صهر) 'সেহ্‌র' বলা হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য এসব অপরিহার্য। কারণ একা মানুষ কোনো কাজই করতে পারে না।

উল্লেখ্য, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) কে পূর্ণ আকৃতি ও সমগ্র বস্তুর পূর্ণ জ্ঞান দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

www.amarboi.org

পানির জীব ও স্থলের জীব

পানির জীব হোক অথবা স্থলের জীব হোক, সকলেরই আদি উৎস হলো পানি। মানুষ স্থলের জীব, এর আদি উৎস পানি। এটা মেনে নিতে একটু কষ্ট হয়, তবে নির্ভুল প্রমাণ দিলে আর কষ্ট থাকে না। স্থলের জীবের জীবকোষ আর পানির জীবের জীবকোষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

যদি এমন হতো, স্থলের জীব স্থলেই জন্মেছে। কিন্তু স্থলের জীবের জীবকোষে যেহেতু পানি রয়েছে, সেহেতু বলা যায় এদের বংশ গতির ধারা পানি থেকেই শুরু হয়েছে। পানির জীব ও স্থলের জীবের মধ্যে সম্পর্ক হলো উভয়ের জীবকোষের গঠন ও কার্যপ্রণালী প্রায় একই। তবে স্থলের জীবের জীবকোষে রয়েছে ৭০ ভাগ পানি আর পানির জীবের জীবকোষে রয়েছে ৯৮ ভাগ পানি।

এছাড়া অন্যান্য সকল দিক থেকে উভয়ের পরিমাপে কোনো পার্থক্য নেই। পৃথিবীর সব জীবের আদি উৎস হলো পানি। পবিত্র কুরআনও সেটি বলেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ

আর আল্লাহ সব প্রাণীকেই সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। (সূরা আন-নূর : আয়াত-৪৫)

প্রশ্ন হতে পারে, পানিতে যে জীবের সৃষ্টি হয়েছে সে জীব স্থলে এলো কী করে? জবাব হলো, আবাসস্থল অনুযায়ী পৃথিবীর সব প্রাণীকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। জলচর প্রাণী, স্থলচর প্রাণী ও উভচর প্রাণী। পানির জীব উপরে এসে থাকতে পারে না। আবার স্থলের জীব পানিতে ডুবলে মারা যায়। অন্যদিকে উভচর প্রাণী, পানিতে আবার পানির উপরে উভয় জায়গায় বসবাস করতে পারে। পানি ও উভচর প্রাণীর জীবকোষের মধ্যে খুব পার্থক্য না থাকলেও অঙ্গের দিক থেকে অনেকটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

যেমন পানির জীবের পা নেই বললেই চলে কিন্তু উভচর জীবের হাত, পা আছে। আবার স্থলের জীবেরও হাত, পা আছে। এখানে দেখা যায়, উভচর ও স্থলের প্রাণীর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম মিল রয়েছে। মূলত পৃথিবীতে প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে আদি বংশ ধারা প্রবর্তিত হয়। তারপর সে সৃষ্টির ধারা থেকে বংশগতির

www.amarboi.org

তথ্য যেমন 'জিন' বহন করে তেমন বহুকোষী প্রাণী বা স্থলের জীবের বংশগতির তথ্যও 'জিন' বহন করে।

ধাপে ধাপে সৃষ্টির সাংগঠনিক বিবর্তন ধারায় পৃথিবীর প্রথম প্রজাতির বংশধর বহুকোষী প্রাণীতে রূপ নিলেও পানির জীব পানিতে বাস করতে থাকে। ধারণা করা যায়, অতীতে বিবর্তনের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম সাংগঠনিক রীতি কাজ করেছে। এ পদ্ধতিতে বার বার পুরাতন প্রজাতি থেকে 'জিন' রূপান্তরের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

অর্থাৎ প্রকৃতিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে 'জিন' রূপান্তরের মাধ্যমে সেখানে নতুন তথ্যকণার সংযোজন করা হলে পানির জীব থেকে উভচর জীবের বাচ্চা প্রসব হয়। অতঃপর আবার প্রকৃতিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে উভচর জীবের ক্ষেত্রেও 'জিন' রূপান্তর ঘটে। ফলে উভচর জীবের বাচ্চা পানিতে বাস করার অনুকূল অঙ্গ হারিয়ে ফেলে এবং ডাঙ্গায় বাস করার মতো উপযোগী অঙ্গ লাভ করে। এক্ষেত্রে প্রতি ধাপে ধাপেই অনুকূল পরিবেশের জন্য অনেক অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

এভাবেই বিবর্তনের মাধ্যমে পানির জীব থেকে ডাঙ্গার জীবের উদ্ভব ঘটেছে। এখানে স্রষ্টার (আল্লাহর) ইচ্ছাতেই 'জিন' রূপান্তর ঘটেছে। যখনই স্রষ্টা (আল্লাহ) এক প্রজাতি হতে অন্য প্রজাতির উদ্ভব ঘটিয়েছেন, তখনই পিতার সংস্পর্শ ছাড়াই মাতৃগর্ভ থেকে নতুনের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। তাই পানির জীবের 'জিন' যে তথ্য বহন করেছিল, সেগুলো এখনো ডাঙ্গার জীবের 'জিন' বহন করে আসছে।

দেখা যায়, শরীরের কাঠামো যতো ভিন্ন হোক তবু কোনো না কোনো দিক থেকে পানির জীবের সাথে উভচর ও স্থল জীবের মিল রয়েছে। যদি উভয়ের মাঝে কোষগত মিল না থাকতো, তবে পৃথিবীর মানুষ, মাছ ও স্থলের প্রাণীর গোস্ত খেতে পারতো না। সৃষ্টির কাঠামোগত ভিন্নতা তৈরির জন্য স্রষ্টা (আল্লাহ) মাঝে মাঝে সৃষ্টিতে নতুন নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন।

এর ফলে নতুনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। নিচের আয়াত সেটাই প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ."

আল্লাহ সৃষ্টিধারা প্রবর্তন করেন অতঃপর পুনরাবৃত্তি করেন। (সূরা আর-রূম : আয়াত-২৭)

www.amarboi.org

জীব জগতের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে একটা সাংগঠনিক বিবর্তন বা উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন প্রচলিত ছিলো। এ বিবর্তন ডারউইনের বিবর্তন নয়।

স্রষ্টার (আল্লাহর) উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন ও ডারউইনের বিবর্তনের মাঝে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

সৃষ্টিতে উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন চালু ছিলো বলেই প্রতিটি জীবের মননবোধ কাজ করে। যখন নতুন প্রজাতির জীব সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তখনি স্রষ্টা (আল্লাহ) পুরানো প্রজন্ম থেকে নতুনের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। এভাবেই পানির জীব বিবর্তনের রশি বেয়ে বেয়ে স্থলে উঠে এসেছে।

তাই পানির জীবের জীবকোষের সাথে ডাঙ্গার জীবের জীবকোষের রয়েছে পুরো মিল।

www.amarboi.org

বিভিন্ন ধরনের পানি

আগেই বলা হয়েছে, কুরআন শরীফ পানিকে সকল জীবের আদি উৎস হিসেবে বর্ণনা করেছে। সে পানি মানব সৃষ্টিতেও অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا.

(আল্লাহ) সে একক সত্তা যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন বংশ ধারা (পুরুষের মাধ্যমে) এবং আত্মীয়তার ধারা (নারীদের মাধ্যমে)। (সূরা ফুরকান : আয়াত-৫৪)

পিতা-মাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয় তাকে (نسب) 'নাসাব' বলা হয় এবং স্ত্রীর দিক থেকে যে আত্মীয়তা হয় তাকে (صهر) 'সেহ্‌র' বলা হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামাত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য এসব অপরিহার্য। কারণ একা মানুষ কোনো কাজই করতে পারে না।

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ.

আল্লাহ সব প্রাণীকে পানি থেকে গঠন করেছেন। (সূরা আন-নূর, আয়াত-৪৫)

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলকে (সা) বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তু সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন। জবাবে তিনি বললেন, প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত। (মুসনাদে আহ্‌মাদ)

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَّنِىٍّ يُّمْنٰى.

মানুষ কি সামান্য শুক্র ছিলো না, যা সজোরে নির্গত হয়েছিল? (সূরা আল-কিয়ামাহ : আয়াত-৩৭)

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ.

তারপর আল্লাহ তৈরি করেছেন তার (মানুষের) বংশধর তুচ্ছ পানির সার নির্যাস থেকে। (সূরা সাজদা : আয়াত-৮)

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ.

www.amarboi.org

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে গঠন করেছি সামান্য পরিমাণ সংমিশ্রিত তরল পদার্থ (বীর্য) থেকে। (সূরা দাহর : আয়াত-২)

خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ.

তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। (সূরা আত-তরীক : আয়াত-৬)

মানুষ সৃষ্টিতে পানি, তুচ্ছ পানি ও স্খলিত পানির কথা বলা হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا.

এ আয়াতে সরাসরি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। অন্য দিকে

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَىٍّ، وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ.

এ দু'টি আয়াতে সব জীবকে পানি থেকে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এখানে–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا.

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ.

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَىٍّ.

এ আয়াত তিনটিতে যে পানির কথা বলা হয়েছে সে পানি সমুদ্র, নদী-নালা ও খাল-বিলের পানি। এ পানিতে কোনো শুক্রকীট নেই। শুধু পানি ও বীর্য (শুক্র) মিশ্রিত পানি কখনো এক নয়। শুধু পানিতে থাকে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন নামের দু'টি মৌলিক পদার্থ। এগুলো একত্রে মিলিত হয়ে পানি নামের যৌগিক পদার্থ গঠন করেছে।

আর পুরুষের বীর্য (শুক্র) মিশ্রিত পানি হলো অণ্ডকোষ (Testis) ও প্রোস্টেট (Prostate) গ্রন্থির নিঃসরণ। এতে থাকে শুক্রাণু। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য গ্লান্ড্স (Glands)-এর নিঃসরণ। সব মিলে এ তরল পদার্থ খুব পিচ্ছিল ও আঠালো থাকে, এর ফলে শুক্রাণুগুলো সহজে তার মধ্যে ভেসে বেড়াতে ও দ্রুত নির্গত হতে পারে।

পরীক্ষা থেকে জানা যায়, সমুদ্র, নদী-নালা, খাল-বিলের পানি আর পুরুষের বীর্য (শুক্র) মিশ্রিত পানির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। আমরা যদি সারা সমুদ্রের পানি খুঁজি তাহলে একটি শুক্রাণু পাবো কি না সন্দেহ। অন্য দিকে পুরুষের

www.amarboi.org

একবার সঙ্গমে যে বীর্য নিঃসৃত হয় তাতে কোটি কোটি শুক্রাণু থাকে।

এবার আমরা দেখবো শুধু পানি থেকে কিভাবে মানুষ সৃষ্টি হতে পারে?

বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আদিকালে কোনো এক সময় প্রোটোপ্লাজম নামের এককোষী জীব পানিতেই সৃষ্টি হয়েছিল। এটি একটি জীবন্ত জীবকোষ। এ প্রোটোপ্লাজমের বংশগতির ধারা বিবর্তনের মাধ্যমে উন্নতর জীব মানুষের উন্নীত হয়েছে। মানুষের দেহকোষে রয়েছে জীবকোষের সমাহার। এসব জীবকোষগুলো ইটের সারির মতো দেহে সাজানো থাকে। এদের কর্মচাঞ্চল্যই বহুকোষী প্রাণীকে জীবন সংগ্রামে টিকিয়ে রাখে।

এ পর্যায়ে একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়। ঢাকায় একটি ২০ তলা দালান আছে। এটি কোথাকার, কি উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, প্রশ্ন করা হলো। উত্তর দেয়া হলো, নারায়ণগঞ্জের পানি দিয়ে। অন্যত্র বলা হলো মাটি ও সিমেন্ট এবং বালির কথা। এ উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এক সময় নারায়ণগঞ্জের শুধু পানিই ছিলো। পানি থেকেই বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে মাটি। এ মাটি আর পানি মিশিয়ে পুড়িয়ে তৈরি করা হলো ইট। আর সিলেট থেকে আনা হলো সিমেন্ট ও বালি।

এবার ইট, সিমেন্ট, বালি, পানি মিশিয়ে পরিকল্পনা মোতাবেক প্রক্রিয়াগতভাবে দালানটি তৈরি করা হলো। এটি তৈরি করতে শ্রমিক, সময়, পরিকল্পনা, পরিকল্পনাকারীর উদ্দেশ্য একত্রে কাজ করেছে।

আবার কখনো যদি বলা হয় মাটি থেকে, সিমেন্ট থেকে কিংবা ইট দিয়ে। তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মূলত এক সময় পৃথিবীতে শুধু পানিই ছিলো। তারপর সৃষ্টি হয়েছে মাটি, বালি, পাথর, (সিমেন্ট তৈরির উপাদান) ইত্যাদি। তাই পানি থেকে দালান সৃচনার কথা বলা হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

কিংবা চূড়ান্ত পর্যায়ে মাটি, বালি, সিমেন্টের কথা বলা হলেও তাতে কোনো অবাস্তবতা বা কোনো অসত্য কিছু থাকবে না। মানুষ সৃষ্টির বেলাতে পানি এবং মাটির কথা এসেছে। মানুষের দৈহিক কাঠামোতে রয়েছে পানি এবং বিশুদ্ধ কাদা মাটির সারভাগ। অর্থাৎ মানুষের দেহে পানি এবং মাটির সকল উপাদান মওজুদ রয়েছে।

তবে মানুষের দেহ যে ইট (জীবকোষ) দিয়ে তৈরি তা পানিতেই সৃষ্টি হয়েছে। পানির এ আদি প্রাণসত্তা স্রষ্টার (আল্লাহর) উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন ধারায় যখন স্থলের জীব হিসেবে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে, তখন এতে কাদা মাটির সার

www.amarboi.org

অংশও যোগ হয়েছে। তাই সূচনার ক্ষেত্রে শুধু পানির কথা এসেছে। এ ধরনের সৃষ্টিতে যৌন মিলনের প্রয়োজন হয়নি।

কিন্তু বীর্য মিশ্রিত পানির মাধ্যমে সৃষ্টির ক্ষেত্রে যৌন মিলনের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের প্রয়োজন রয়েছে।

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى.

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ.

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ.

خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ.

এ চারটি আয়াতে যে পানির কথা বলা হয়েছে, তা হলো পুরুষের বীর্য মিশ্রিত পানি। বর্তমানে পৃথিবীতে যে পদ্ধতিতে মানুষের জন্ম হয় সেখানে এ ধরনের (বীর্য মিশ্রিত) পানির প্রয়োজন। এর মাধ্যমে বংশগতির ধারা বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে, শুধু পানি ও কাদা মাটির সারভাগ দিয়ে মানুষ সৃষ্টির কথা বলায় আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, পৃথিবীতে জন্ম পদ্ধতি একটি মাত্র প্রচলিত পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হয়নি। মূলত মানুষ সৃষ্টির চূড়ান্ত ধাপে পৌছাতে তিন ধরনের জন্ম পদ্ধতি কাজ করেছে। যেমন–

ক. মাতা-পিতা ছাড়া জন্ম হওয়া (একক প্রাণসত্তা হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভাব)।

খ. পিতা-মাতার যৌন মিলনে জন্ম হওয়া (বর্তমান জন্ম পদ্ধতি)

গ. পিতার সাথে যৌন মিলনহীন পদ্ধতি (মরিয়মের (আ) গর্ভ হতে ঈসার (আ) জন্ম)

এ অধ্যায়ে যে দু'ধরনের পানির কথা বলা হয়েছে তাতে ক ও খ পদ্ধতিতে মানুষ জন্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ক পদ্ধতিতে প্রাথমিক পর্যায়েই পূর্ণ মানুষ সৃষ্টি না হলেও মানুষ সৃষ্টির মূল ভিত্তি সৃষ্টি হয়। অন্য দিকে খ পদ্ধতিতে জন্ম পদ্ধতি এখনও চালু রয়েছে। কিন্তু গ পদ্ধতিতে কাদা মাটির সারভাগ দিয়ে মানুষ সৃষ্টির কথাতে পিতার সাথে যৌন মিলনহীন পদ্ধতির অতিগোপন রহস্য বিদ্যমান রয়েছে।

এ পদ্ধতিতে স্রষ্টার (আল্লাহর) উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। মূলত এ পদ্ধতিতে মানুষ জন্ম হওয়া খুবই রহস্যময় ও জটিল।

www.amarboi.org

বিভিন্ন ধরনের মাটি

মানব জীবন মাটির সাথে একান্তভাবে সম্পৃক্ত। পূর্বে মানব সৃষ্টিতে পানি, তুচ্ছ পানি ও সবেগে স্খলিত পানির কথা বলা হয়েছে। এবার মানব সৃষ্টিতে মাটির গুরুত্বের কথা বলা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا..

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মাটি হতে উদগত করেছেন। অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুত্থিত করবেন। (সূরা আন-নূহ : আয়াত-১৭-১৮)

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى.

এ মাটি হতে আমি তোমাদের গঠন করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদের উত্থিত করবো। (সূরা ত্বহা : আয়াত-৫৫)

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ এখানে منها দ্বারা মাটি বুঝান হয়েছে।

আদম (আ) কে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ সবাইকে বলা হয়েছে 'তোমাদের মাটি হতে পরিগঠিত করেছি'। জবাবে বলা হয়, মানুষের মূল হলেন আদম (আ)। সবাইকে মূলের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

অথবা বীর্য মাটি হতে উৎপন্ন। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি মানেই মাটি দ্বারা সৃষ্টি। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর শক্তি বলে প্রত্যেক মানুষের সৃজনে মাটি অন্তর্ভুক্ত করে দেন।

'আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে ঐ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহর জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত'।

আতা খোরাসানী বলেন, যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সৃজন কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এ মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেয়া হয়। কাজেই মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্যের দ্বারাই হয়। আতা এ বক্তব্যের প্রমাণে এ আয়াত পেশ করেন مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ.

www.amarboi.org

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, প্রত্যেক শিশুর নাভীতে মাটির একটি অংশ রাখা হয়, মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খামিরে শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, আমি, আবু বকর ও উমার একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হবো।

খতিব বলেন, এটি গরীব। ইব্ন জাওযী বলেন, মওযু। মুহাদ্দিস মির্যা মুহাম্মাদ হারেশী (রহ) বলেন, হাসান (লি গইরিহি)-এর চেয়ে কম নয়।

মানুষের দেহকোষে কতগুলো উপাদান আছে যেসব মাটি হতে পাওয়া যায়। যেমন, ক্যালসিয়াম, আয়রণ, ফরফরাস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, সালফার ইত্যাদি। মাটির এসব উপাদান দ্বারা মায়ের গর্ভে সন্তানের অবয়ব তৈরি হয়। খাদ্য হতে এসব উপাদান আহরণ করে। এভাবে ২৮০ দিন বা ৪০ সপ্তাহ পূর্ণ হলে মাতৃগর্ভ থেকে পূর্ণ মানব শিশুর জন্ম হয়। ছেলে বা মেয়ে হতে পারে।

هُوَ أَنْشَاَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

তিনি তোমাদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন যমীন (মাটি) থেকে। (সূরা হূদ : আয়াত-৬১)

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا أَنْشَاَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভালো জানেন, যখন তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নাজম : আয়াত-৩২)

فَاِنْ خَلَقْنٰكُمْ مِنْ تُرَابٍ.

আমি তোমাদের গঠন করেছি মাটি থেকে। (সূরা হজ্জ : আয়াত-৫)

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ.

তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বললো, তুমি কি তাকে অস্বীকার করছো, যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন? (সূরা কাহাফ : আয়াত-৩৭)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ أَنَّ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ.

তাঁর নিদর্শন হলো তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আর-রূম : আয়াত-২০)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ.

www.amarboi.org

আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। (সূরা ফাতির : আয়াত-১১)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ.

তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। (সূরা মুমিন : আয়াত-৬৭)

মৃত্তিকা (যমীন)-এর আরবী শব্দ হলো (الأرض) 'আরয', ইংরেজি শব্দ হলো, (Earth) আরথ (خلق) 'খালকা'-এর অর্থ (To create) সৃষ্টি করা। এটি অনেকে করেছেন। এর প্রকৃত অর্থ হলো, কোনো জিনিসকে সমানুপাত বা সুন্দর সৌষ্ঠব দান করা অথবা কোনো কিছুকে সমানুপাত বা সমমাত্রায় নির্মাণ করা।

মাটির ক্ষেত্রে কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো আরয, কখনো তুরাব, কখনো ত্বীন, কখনো ত্বীনে লাজিব ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ.

তিনি কাদা মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। (সূরা সিজদাহ, : আয়াত-৭)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى أَجَلاً.

তিনি তোমাদের কাদা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (সূরা আনয়াম : আয়াত-২)

আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) কে একটি বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃজন করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এ কারণেই আদম সন্তানেরা বর্ণ, আকার এবং চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লালবর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ পবিত্র স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র স্বভাবের হয়ে থাকে। ثُمَّ قَضٰى أَجَلاً মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা তার স্থায়ীত্ব ও আয়ুষ্কালের জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার নাম মৃত্যু। মানবের এ মেয়াদ জানা না থাকলেও ফেরেশতারা জানেন, বরং এ দিক দিয়ে মানুষও মৃত্যু সম্পর্কে অবগত। কেননা, সে সর্বদা, সর্বত্র আশ-পাশে আদম সন্তানদের মৃত্যুবরণ করতে দেখে।

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِيْنٍ لَازِبٍ.

আমি তো এদেরকে আঠালো কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। (সূরা সাফফাত : আয়াত-১১)

www.amarboi.org

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.

তিনি মানুষকে পরিগঠন করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে। (সূরা আর-রহমান : আয়াত-১৪)

এখানে الإنسان দ্বারা সরাসরি আদম (আ) কে বুঝান হয়েছে। فخار এর অর্থ হলো পানি মিশ্রিত শুষ্ক মাটি। আর صلصال এর অর্থ পোড়া মাটি। অর্থাৎ মানুষকে পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُوْنٍ.

আমি মানুষকে পচা মাটির শুকনো খামির থেকে সৃষ্টি করেছি। (সূরা হিজর : আয়াত-২৬)

পচা গলা কাদা মাটি সুদীর্ঘ সময়কালে যার চেহারা সুরত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে।

মানব সৃষ্টির উপকরণ ১০টি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তার মধ্যে ৫টি সৃষ্টি জগতের এবং ৫টি আদেশ জগতের। সৃষ্টি জগতের ৫টি হলো, আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং এ চার থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাষ্প যাকে নফ্স বলা হয়। আদেশ জগতের ৫টি উপকরণ হলো, কলব, রূহ, সির, খফী ও আখফা।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِيْنٍ.

আমি মানুষকে মাটির সারাংশ হতে গঠন করেছি। (সূরা মুমিনুন : আয়াত-১২)

(سلالة) 'সুলালা' এর অর্থ সারাংশ এবং (طين) 'ত্বীন' অর্থ আদ্র মাটি। মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানবকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

www.amarboi.org

মানব সৃষ্টির উপাদান

প্রাচীনকালে মানুষ যখন লিখতে জানলো, তখন থেকেই নিজের জন্ম সম্পর্কে তারা নানা কিছু লিখতে শুরু করলো। সেসব রচনাবলীর সবগুলোই ত্রুটিপূর্ণ। মধ্যযুগে মানুষের জন্ম সম্পর্কে যেসব বিবরণ পাওয়া যায় সেসবও উপকথা আর নানা কুসংস্কারে ভরা।

ব্যাপারটি খুবই স্বাভাবিক। কেননা মানুষের জন্মের পুরো ব্যাপারটিই জটিলতায় পূর্ণ। মানুষের দেহযন্ত্রের কলা কৌশল জানতে হলে, জানতে হবে এ্যানাটমি (শারীর বিদ্যা), ফিজিওলজি (দেহযন্ত্র বিজ্ঞান), এমব্রাইওলজি (ভ্রূণতত্ত্ব) ও অবস্‌টেটরিক্স (ধাত্রীবিদ্যা)। সে সাথে ব্যবহার করতে হবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো উন্নতমানের পর্যবেক্ষণ যন্ত্র।

অতীতে এসব বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিলো মানুষের নাগালের বাইরে। তাই মানুষের জন্ম সম্পর্কে অতীতের বিবরণাদি যে ভুল হবে সেটাতো স্বাভাবিক। অথচ প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে অবতীর্ণ কুরআন মাজিদ মানুষের জন্ম সম্পর্কে যে তথ্য দিলো তা পুরো সঠিক ও নির্ভুল! সে তথ্যের সাথে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের মিল রয়েছে হুবহু।

মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান হলো, শুক্রকীট (পুরুষের) ও ডিম্বাণু (মহিলার)। এর উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.

এটা (বীর্য) বের হয় পৃষ্ঠদেশ (Loins) (পুরুষের) ও বক্ষদেশ (Ribs) (মহিলার) হতে। (সূরা আত-ত্বরীক : আয়াত-৭)

তাফসীরবিদগণ সাধারণভাবে এর এ অর্থ করেছেন যে, বীর্য পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয়।

কিন্তু মানবদেহ বিশেষজ্ঞরা বলেন, বীর্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে নির্গত হয় এবং সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ, নারী ও পুরুষের সে অঙ্গ থেকে নির্গত বীর্য দ্বারা গঠিত হয়। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি প্রভাব থাকে (Head) মস্তিষ্কের। এ কারণেই সাধারণত দেখা যায়, যারা অতিরিক্ত স্ত্রী মৈথুন করে তারা প্রায়ই মস্তিষ্কের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়।

www.amarboi.org

তাদের আরও সুচিন্তিত অভিমত হলো, বীর্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে স্খলিত হয়ে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে অণ্ডকোষে জমা হয় এবং সেখান থেকে নির্গত হয়।

(الصلب) 'সূলব' মেরুদণ্ডকে ও (الترائب) 'তারায়িব' বুকের পাঁজরকে বলা হয়। যেহেতু যে উপাদান থেকে পুরুষ ও নারীর জন্ম হয় তা মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্যস্থিত ধড় থেকে বের হয়, তাই বলা হয়েছে পিঠ ও বুকের মধ্যস্থল থেকে নির্গত পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মানুষের হাত-পা কর্তিত অবস্থায়ও এ উপাদান জন্ম নেয়। তাই এ কথা বলা অশুদ্ধ যে, সারা শরীর থেকে এ উপাদান বের হয়। আসলে শরীরের প্রধান অঙ্গগুলোই হচ্ছে এর উৎস।

আর এ প্রধান অঙ্গগুলো সব ধড়ের সাথে সংযোজিত। মস্তিষ্কের কথা আলাদা করে না বলার কারণ হচ্ছে, মেরুদণ্ড মস্তিষ্কের এমন একটি অংশ যার মাধ্যমে শরীরের সাথে মস্তিষ্কের সম্পর্ক বজায় রয়েছে। মানুষ সবেগে স্খলিত পানি অর্থাৎ নারী-পুরুষের ছিটকে পরা বীর্য দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। এ বীর্য পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ হতে স্খলিত হয়। নারীদের এ বীর্য হলুদ রঙের এবং পাতলা হয়ে থাকে। উভয়ের বীর্যের সংমিশ্রণে শিশুর জন্ম হয়।

'তারায়িব' হলো বহুবচন। একবচনে 'তারিবা'। গলার হার বা নেকলেস পরার স্থানকে তারিবা বলা হয়। কাঁধ থেকে নিয়ে বুক পর্যন্ত জায়গাকেও তারিবা বলা হয়ে থাকে। কণ্ঠনালী হতে বুক পর্যন্ত জায়গাকেও কেউ কেউ তারিবা বলেছেন। বুক থেকে নিয়ে উপরের অংশকেও তারিবা বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নিচের দিকের চারটি পাঁজরকে তারিবা বলা হয়। কেউ কেউ আবার উভয় স্তনের মধ্যবর্তী স্থানকেও তারিবা বলেছেন। এ কথাও বলা হয়েছে যে, পিঠ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থানকে তারিবা বলা হয়।

১৯৭১ সালে মাওলানা মওদূদী (রহ)-কে জনৈক ডাক্তার লিখেছিলেন, মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের মধ্যে এর (বীর্যের) অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারটি আমার বোধগম্য হলো না। কারণ বাস্তব পর্যবেক্ষণে আমরা দেখি, অণ্ডকোষে (Testicles) বীর্যের জন্ম হয়, তারপর সরু সরু নালীর মাধ্যমে বড় বড় নালীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তা পেটের দেয়ালের অভ্যন্তরে কোমরের হাড়ের ঠিক বরাবর একটি নালী (Inguinal Cannal) অতিক্রম করে নিকটবর্তী একটি গ্রন্থিতে প্রবেশ করে। এ গ্রন্থিটির নাম 'Prostate' এরপর সেখান থেকে তরল পদার্থ নিয়ে এর নির্গমন হয়।

www.amarboi.org

অবশ্য এর নিয়ন্ত্রণ এমন একটি নার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে হয় যা মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের মাঝখানে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। তাও একটি বিশেষ সীমিত পর্যায়ে। এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আবার মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত আর একটি গ্রন্থির তরল পদার্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে। জবাবে মাওলানা মওদূদী (রহ) লিখেন, যদিও শরীরের বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী (Functions) আলাদা তবুও কোনো অংশ নিজে একাকী কোনো কাজ করে না। বরং প্রত্যেকে অন্যের কার্যাবলীর সহায়তায় (Co-odination) নিজের কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে। নিঃসন্দেহে বীর্যের জন্ম হয় পুরুষাঙ্গে এবং সেখান থেকে তা বের হয়েও আসে একটা বিশেষ পথ দিয়ে।

কিন্তু পাকস্থলী, কলিজা, ফুসফুস, কিডনী, লিভার ও মস্তিষ্ক প্রত্যেকে স্বস্থলে নিজের কাজটি না করলে বীর্য জন্মাবার ও নির্গত হবার এ ব্যবস্থা কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের কাজ করতে সক্ষম?

অনুরূপভাবে কিডনীতে প্রস্রাব তৈরি হয় এবং একটি নালীর সাহায্যে মূত্রাশয়ে পৌঁছে প্রস্রাব নির্গত হবার পথ দিয়ে বাহিরে বেরিয়ে আসে।

রক্ত প্রস্তুতকারী ও তাকে সমগ্র দেহে আবর্তিত করে কিডনী পর্যন্ত পৌঁছে দেবার দায়িত্বে যেসব অঙ্গ নিয়োজিত তারা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে কি কিডনী একাই রক্ত থেকে প্রস্রাবের উপাদানগুলো আলাদা করে সেগুলোকে একসাথে প্রস্রাবের নালী দিয়ে বাইরে বের করে দিতে সক্ষম হবে?

তাই কুরআন মাজিদে বলা হয়নি যে, এ উপাদানগুলো মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড় থেকে নির্গত হয়; বরং বলা হয়েছে– "ঐ দু'টোর মধ্যখানে শরীরের যে অংশটি রয়েছে, সেখান থেকে এ উপাদানগুলো নির্গত হয়।"

এতে এ কথা অস্বীকার করা হয়নি যে, বীর্য তৈরি হবার ও তার নির্গমনের একটি বিশেষ কার্যপ্রণালী (Mechanism) রয়েছে। শরীরের বিশেষ কিছু অংশ এ কাজে নিয়োজিত থাকে। বরং এ থেকে এ কথা প্রকাশ হয় যে, এ কর্মপ্রণালী স্বতঃপ্রবৃত্ত নয়। মহান আল্লাহ মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যখানে যেসব অঙ্গ সংস্থাপন করেছেন তাদের সমগ্র কর্মের সহায়তায় এ কাজটি সম্পাদিত হয়। যদি মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে যেসব বড় বড় অঙ্গ রয়েছে তাদের কোনো একটিও না থাকে তাহলে এ কর্মপ্রণালী অচল বলা যেতে পারে।

ভ্রূণতত্ত্বের (Embryology) দৃষ্টিতে এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, ভ্রূণের (Foetus) মধ্যে যে অণ্ডকোষে বীর্যের জন্ম হয় তা মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের

www.amarboi.org

মধ্যস্থলে কিডনীর নিকটেই অবস্থান করে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে পুরুষাঙ্গে নেমে আসে। এ কার্যধারা সংঘটিত হয় জন্মের পূর্বে আবার অনেক ক্ষেত্রে তার কিছু পরে। কিন্তু তবুও তার স্নায়ু ও শিরাগুলোর উৎস সব সময় সেখানেই (মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে) থাকে।

বরং পিঠের নিকটবর্তী মহাধমনী (Artery) থেকে শিরাগুলো (Aorta) বের হয় এবং পেটের সমগ্র অঞ্চল সফর করে সেখানে রক্ত সরবরাহ করে। এভাবে দেখা যায় অণ্ডকোষ আসলে পিঠের একটি অংশ। কিন্তু শরীরের অতিরিক্ত উষ্ণতা সহ্য করার ক্ষমতা না থাকার কারণে তাকে পুরুষাঙ্গে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

উপরন্তু যদিও অণ্ডকোষ বীর্য উৎপাদন করে এবং তা মৌলিক কোষে (Seminal vesicles) জমা থাকে তবুও মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলই হয় তাকে বের করার কেন্দ্রীয় সঞ্চালন শক্তি।

মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুবিক প্রবাহ এ কেন্দ্রে পৌঁছার পর কেন্দ্রের সঞ্চালনে মৌলিক কোষ সংকুচিত হয়। এর ফলে শুক্র পিচকারীর ন্যায় প্রবল বেগে বের হয়। এজন্য কুরআনের বক্তব্য, চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্বাধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

www.amarboi.org

শুক্রের উপাদানসমূহ

যে তরল পদার্থ দ্বারা ডিম্বাণু উর্বরতা লাভ করে, সে তরল পদার্থ বলতে কুরআন মাজিদ বীর্য বা শুক্রকে বুঝিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى.

সে কি সামান্য শুক্র ছিলো না, যা সজোরে নির্গত হয়েছিল? (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-৩৭)

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ.

তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। (সূরা আত-ত্বারীক : আয়াত-৬

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَّهِيْنٍ.

তারপর আল্লাহ তৈরি করেছেন তার (মানুষের) বংশধর তুচ্ছ পানির সার নির্যাস থেকে। (সূরা সাজদা : আয়াত-৮)

(سلالة) 'সুলালার' অর্থ হলো, এমন কিছু যা নিষ্কাশন করা হয়, কোনো কিছু থেকে উৎপাদিত বস্তু, কোনো বস্তুর শ্রেষ্ঠতম অংশ ইত্যাদি।

اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ.

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? (সূরা মুরসালাত : আয়াত-২০)

(مهين) 'মাহিন' অর্থ হলো, নগণ্য, অবজ্ঞাত, ঘৃণিত বা নিকৃষ্ট। এ বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে একটি কারণে। এ তরল পদার্থটি বের হয় মূত্রনালীর দ্বারা। এ মূত্রনালী দিয়ে প্রস্রাবের মতো নিকৃষ্ট পদার্থ বের হয়ে থাকে বলেই একই পথে নিঃসৃত বীর্যের বেলাতেও এ বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে।

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ.

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে গঠন করেছি সামান্য পরিমাণ সংমিশ্রিত তরল পদার্থ (বীর্য) হতে। (সূরা দাহর : আয়াত-২)

www.amarboi.org

পূর্বের তাফসীরবিদগণ 'মিশ্রিত তরল পদার্থ' বলতে নর-নারীর নিঃসৃত উপাদানের মিশ্রণ বুঝিয়েছেন। বর্তমানে ড. মরিস বুকাইলীসহ আরও অনেক তাফসীরবিদ (امشاج) 'আমশাজ' দ্বারা পুরুষের শুক্রকে বুঝিয়েছেন। আর পুরুষের শুক্র বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। উপাদানগুলো নিচে দেয়া হলো,

ক. অণ্ডকোষ : পুরুষের এ জননগ্ল্যান্ডের রসে থাকে শুক্রকীট। এ শুক্রকীটে রয়েছে অত্যন্ত বিস্তার লাভকারী জীবকোষ। সে জীবকোষের রয়েছে আবার লম্বারশি বা লেজ। আর এসব শুক্রকীট এক ধরনের তরল পদার্থের (সেরো ফ্লুইড লিকুইড) দ্বারা সিক্ত থাকে।

খ. সেমিন্যাল ভেসিকল্‌স বা মৌলিক বুদ বুদ কোষ : এটি শুক্রকীটের আঁধার। এটি প্রোটেস্ট্যান্ট গ্ল্যান্ডের সন্নিকটে অবস্থিত। এরও নিজস্ব রস রয়েছে তবে তাতে শুক্রকীট ধরনের কিছু নেই।

গ. প্রোটেস্ট্যান্ট গ্ল্যান্ড : এটি 'কুপার' বা 'ম্যারি গ্ল্যান্ড' নামে পরিচিত। এ গ্ল্যান্ড থেকে সুতার মতো তরল পদার্থ নির্গত হয়। আর 'লিটার' নামক গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসৃত হয় শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ।

www.amarboi.org

কতটুকু উপাদান প্রয়োজন?

আধুনিক বিজ্ঞান জানাচ্ছে যে, ডিম্বাণুর উর্বরতা প্রাপ্তি বা প্রজননের কাজটা সাধিত হয় একটি মাত্র শুক্রকীট তথা একটি মাত্র সেল বা জীবকোষ দ্বারা। এ কোষ দারুণভাবে বিস্তার লাভ করে। মেপে দেখা গেছে যে, এক মিলিমিটারে এর বিস্তৃতি ১০ সহস্রাধিক। সাধারণ অবস্থায় একজন পুরুষের উৎক্ষিপ্ত বীর্যে এ রকম কয়েক কোটি সেল থাকে। এর মধ্যে একটি মাত্র সেল বা শুক্রকীট ডিম্বাণুতে অনুপ্রবেশ করে। বাকি সব শুক্রকীট তথা জীবকোষ পেছনে পড়ে থাকে এবং আর কখনো ডিম্বাণুতে প্রবেশ করতে পারে না।

হিসাব করে দেখা গেছে এক কিউবিক সেন্টিমিটার বীর্যে প্রায় আড়াই কোটি শুক্রকীট থাকে। এদিকে স্বাভাবিক অবস্থায় একজন পুরুষ একবার যে বীর্যপাত ঘটায় তার পরিমাণ কয়েক কিউবিক সেন্টিমিটার।

ডিম্বাণুর উর্বরতা প্রাপ্তির জন্য যে অতিসামান্য এক বিন্দু পরিমাণ তরল বীর্যের প্রয়োজন, কুরআন মাজিদের ১১টি স্থানে সে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। তবে প্রায় সব আয়াতের বক্তব্য ও মর্ম মোটামুটিভাবে অভিন্ন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ.

তিনি (আল্লাহ) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সামান্যতম (শুক্রবিন্দু) হতে। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে। (সূরা নাহল : আয়াত-৪)

(نطفة) 'নুৎফা'-এর অর্থ হলো, সামান্য পরিমাণ (শুক্র)। এ শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ নেই। অতি অল্প, সামান্যতম, এক বিন্দু বা তুচ্ছ পরিমাণ বুঝাতে 'নুৎফা' শব্দটি আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয়। 'নুৎফার' মর্মার্থ হলো, ফোঁটা ফোঁটা করে পড়া, ফোঁটা ফোঁটা করে চুয়ানো (টু ড্রিবল, টু ট্রিকল)। কোনো পাত্রের মধ্যকার সমুদয় কিছু ঢেলে ফেলে দেয়ার পর তলায় যদি কিছু থেকে থাকে তা বুঝাবার জন্যই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং এ 'নুৎফা' শব্দের দ্বারা একেবারে সামান্যতম বিন্দু পরিমাণ তরল পদার্থের কথাই বুঝানো হয়েছে। এখানে সামান্যতম তরল পদার্থটি হচ্ছে শুক্র। কেননা এ 'নুৎফা' আরেকটি আয়াতে শুক্র শব্দের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে।

www.amarboi.org

هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ এ দুর্বল মানুষকে যখন শক্তি ও বাকশক্তি দান করা হলো তখন সে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বিতর্ক উত্থাপন করতে লাগলো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى.

সে কি স্খলিত সামান্য শুক্র ছিলো না, যা সজোরে নির্গত হয়েছিল? (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-৩৭)

(منى) 'মনি' এর অর্থ হলো, শুক্র। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়ও মনি শব্দটি বীর্য বা শুক্র অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ.

অতঃপর তিনি তার (মানুষের) বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (সূরা সিজদাহ : আয়াত-৮)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে, এ সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থটি রাখা হয় 'দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আঁধারে' (কারার)। সঙ্গত কারণেই এ আঁধারের অর্থ দাঁড়াচ্ছে প্রজনন যন্ত্র।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ.

অতঃপর আমি তাকে (মানুষকে) রেখে দিয়েছি (শুক্রের) সামান্য পরিমাণ রূপে নিরাপদ স্থানে, যা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। (সূরা মুমিনুন : আয়াত-১৩)

প্রসঙ্গত একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক। আয়াতে ব্যবহৃত 'মাকিন' শব্দের অনুবাদ বের করা কঠিন। কেননা এ শব্দের দ্বারা 'দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত' ছাড়াও একই সঙ্গে এমন নিরাপদ স্থানের কথাও বুঝায় যা সম্মান লাভের দাবিদার। খুব সম্ভব এর দ্বারা মাতৃজঠরকেই বুঝানো হয়েছে, যে মাতৃজঠরে মানব শিশু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

www.amarboi.org

ডিম্বাণুর উর্বরতা লাভ

মানুষের জন্ম তথা প্রজনন একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার পরিণতি। শুধু মানুষ নয়, স্তন্যপায়ী জীবমাত্রই এ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে।

মানুষের জন্মের সূচনা বিন্দু হলো একটি ওভ্যুলের (স্ত্রী ডিম্বাণুর) উর্বরতা প্রাপ্তি। এ ডিম্বাণু প্রথমে নারীর ডিম্বকোষ বা ডিম্বাশয় থেকে নিজেকে পৃথক করে নেয়। পরে এ ডিম্বাণু সে নারীর মাসিক ঋতুচক্রের মাধ্যমে ফ্যালোপিয়ান টিউবের (ডিম্ববাহী নালীর) মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। এ ডিম্বাণুকে সত্যিকারার্থে উর্বরা অর্থাৎ ফলবতী করার কাজটা করতে পারে একজন পুরুষের শুক্রকীট। এজন্য একটি মাত্র তাজা শুক্রকীট বা জীবকোষই যথেষ্ট।

সুতরাং ডিম্বাণুর উর্বরতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন মাত্র এক ফোঁটা তরল বীর্য। নারীর সাথে মিলনে এ তরল বীর্য পুরুষাঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে (নীত হয় নারীর মাতৃগর্ভে)।

বীর্যের যাত্রাপথের আশে পাশে অন্যান্য গ্ল্যান্ড বা রসস্রাবি গ্রন্থি রয়েছে। সেসব গ্রন্থি থেকে বীর্য রসও নেয় (বীর্য ও রস মিশ্রিত হয়)। আর এভাবেই পুরুষের শুক্রকীটের সংস্পর্শে এসে নারীর ডিম্বাণুটি হয়ে উঠে উর্বরা অর্থাৎ ফলবতী।

www.amarboi.org

ডিম্বাণুর গেঁথে যাওয়া

উর্বরতা প্রাপ্ত ডিম্বাণুটি নারীর জননতন্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে গেঁথে যায়। অর্থাৎ ফ্যালোপিয়ান টিউব হয়ে এ উর্বরা ডিম্বাণুটি জরায়ুতে নামে এবং জরায়ুর অভ্যন্তরে অবস্থান নেয়।

ইতোমধ্যে প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল তৈরি হয়ে যায়। তার সহায়তায় এ উর্বরা ডিম্বাণুটি কালবিলম্ব না করেই জরায়ুর শ্লেষ্মা ও পেশীর পুরু আস্তরণে নিজেকে আক্ষরিক অর্থেই রোপণ করে দেয়। এ প্রক্রিয়াকে 'ইমপ্ল্যান্টেশন অব এগ' বা 'ডিম্বাণুর রোপণকর্ম' বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, নারীর এ উর্বরা ডিম্বাণুটির এ রোপণ কর্মটি যদি জরায়ুতে না হয়ে অন্য কোথাও হয় যেমন ফ্যালোপিয়ান টিউবে, তাহলে তার গর্ভবতী হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সে নারী গর্ভবতী হয় না বা হতে পারে না।

উর্বরতা প্রাপ্ত ডিম্বাণু যে স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে পবিত্র কুরআনে তাকে বলা হয়েছে (رحم) 'রেহেম' (ইংরেজিতে উম্ব, বাংলাতে জরায়ু গহ্বর)। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنُقِرُّ فِى الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى.

আমি যাকে ইচ্ছা তাকে রেখে দেই 'রেহেমে' (জরায়ুতে) একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। (সূরা হজ্জ : আয়াত-৫)

জরায়ু গহ্বরে ডিম্বাণুর এ অবস্থান গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো, তার বৃদ্ধি আরো সঠিকার্থে তার বিস্তার লাভ।

এ যেন একটি গাছের শিকড়ের মতো। যা মাটি থেকে রস আহরণ করে বৃদ্ধি পায়। উর্বরতা প্রাপ্ত ডিম্বাণুও তার নিজস্ব বৃদ্ধির জন্য জরায়ু গহ্বরে পুরু স্তর থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি আহরণ করে। মাতৃগর্ভে সন্তান উৎপাদন ও তার ক্রমবৃদ্ধি হয় স্তরে, স্তরে, পর্যায়ক্রমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا.

তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন স্তরে, স্তরে, পর্যায়ক্রমে। (সূরা নূহ : আয়াত-১৪)

www.amarboi.org

অর্থাৎ প্রথমত খাদ্য হতে রক্ত, তা হতে শুক্র, তা হতে যা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে তা এবং তা হতে গোস্ত, এরূপে স্তরে স্তরে তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

বিজ্ঞান বলে, একের পর এক তিনটি পর্দার আড়ালে ভ্রূণের অবস্থান। এ পর্দা তিনটি হলো,

ক. অ্যানটেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল (তল পেটের পর্দা)।

খ. ইউটেরাইন ওয়াল (জরায়ুর পর্দা)।

গ. অ্যামনিও কোরিওনিক মেমব্রেন (ভ্রূণের পর্দা)।

এ পর্দা তিনটির কথা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনুল হাকীমে এভাবে ঘোষণা করেন,

يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ.

তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক (মায়ের পেটের পর্দা, জরায়ুর পর্দা ও গর্ভফুল) ত্রিবিধ অন্ধকারে। (সূরা যুমার : আয়াত-৬)

আল্লাহ তা'আলা মায়ের পেটে একই সময়ে সন্তান সৃষ্টি করতে পারতেন কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে এরূপ করেননি; বরং পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

ফলে যে নারীর গর্ভে এ ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি হতে থাকে, সে ধীরে ধীরে এ বোঝা বহনে অভ্যস্ত হতে পারে। এ অনুপম সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে শত শত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং রক্ত ও প্রাণ সঞ্চালনের জন্য চুলের মতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার বিস্তার করা হয়।

কিন্তু সাধারণ শিল্পীদের মতো এ কাজ কোনো খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে করা হয় না; বরং তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। যেখানে কোনো মানুষের পক্ষে কিছু সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, মানুষের চিন্তা-কল্পনাও সেখানে পৌঁছার পথ পায় না।

www.amarboi.org

আকৃতি সৃষ্টি

আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় সন্তানের আকার আকৃতি নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ.

তিনিই সে আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। (সূরা ইমরান : আয়াত-৫)

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জননীর উদরে তিনটি অন্ধকার পর্যায়ে নিপুণভাবে গঠন করেছেন। তাদের আকার-আকৃতি ও বর্ণ বিন্যাসে এমন শিল্পীসুলভ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আকৃতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে একজনের আকার-আকৃতি এমন মিল খায় না যে, স্বতন্ত্র পরিচয় দুরূহ হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ইচ্ছা করেছেন, সেভাবেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তবে এ সৃষ্টি যথার্থ এবং সর্বোৎকৃষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ.

তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন যথার্থভাবে (Then fashioned) এবং সর্বোৎকৃষ্টভাবে (Then Proportioned)। তিনি যেমন আকৃতির ইচ্ছা করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন (He easteth thee)। (সূরা ইনফিতার : আয়াত-৮)

যে তোমাকে সৃষ্টি করেছে, সুঠাম করেছে এবং সুন্দর চেহারা দিয়ে সুদর্শন করেছে, আর তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) ভুলে গেলে!

হযরত বিশর ইবন্ জাহহাশ আল ফারসী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূল (সা) তাঁর হাতের তালুতে থুথু ফেলেন এবং তার উপর একটি আঙ্গুল রেখে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমাকে অপারগ করতে পারো? অথচ আমি তোমাকে এরকম জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর ঠিকঠাক করেছি, এরপর সঠিক আকার-আকৃতি দিয়েছি। অতঃপর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে চলাফেরা করতে শিখিয়েছি। পরিশেষে তোমার ঠিকানা হবে মাটির গর্ভে। অথচ তুমিতো বড়াই করে আমার পথে দান করা হতে বিরত রয়েছে। তারপর যখন কণ্ঠনালীতে নিঃশ্বাস এসে পৌঁছে গেছে তখন বলছো, এখন

www.amarboi.org

আমি সদকাহ বা দান করছি। কিন্তু তখন আর দান-খয়রাত করার সময় কোথায়? (মুসনাদে আহ্‌মাদ)

আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতা, মামা-চাচার চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তোমাকে গঠন করেছেন।

আলী ইবন্ রাবাহ (রা) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর দাদাকে নবী (সা) জিজ্ঞেস করেন, তোমার ঘরে কি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে? উত্তরে তিনি বলেন, ছেলে অথবা মেয়ে হবে। রাসূল (সা) আবার জিজ্ঞেস করেন, কার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত হবে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার সাথে অথবা তার মায়ের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত হবে। তখন রাসূল (সা) তাকে বললেন, থামো এরূপ কথা বলো না। বীর্য যখন জরায়ুতে অবস্থান করে তখন আদম (আ) পর্যন্ত বংশ ওর সামনে থাকে। তুমি কি আল্লাহর কিতাবের فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ আয়াত পড়নি? (সূরা ইনফিতর : আয়াত-৮)

(ইবন্ জারির, ইবন্ আবি হাতিম ও ইমাম তিবরানী (রহ) বর্ণনা করেছেন)

এটি সহীহ নয়। কেননা এতে আবু সাঈদ ইবন্ ইউনুস নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন, যার হাদীস পরিত্যক্ত।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। রাসূল (সা) তাকে বললেন, তোমার কি উট আছে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি (রাসূল সা.) জিজ্ঞেস করলেন, উটগুলো কি রঙ-এর? সে জবাবে বললো, লাল রঙ-এর। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, উটগুলোর মধ্যে সাদা-কালো রঙ বিশিষ্ট কোনো উট আছে কী? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লাল রঙ বিশিষ্ট নর-মাদী উটের মধ্যে এ রঙ-এর উট কিভাবে জন্ম নিলো? সে বললো, সম্ভবত উর্ধ্বতন বংশধারার কোনো শিরা সে টেনে এনেছে। তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমার সন্তানের কালো রঙ হওয়ার পেছনেও এধরনের কোনো কারণ থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

উম্মে সালামা (রা) রাসূলকে (সা) মহিলাদের স্বপ্নদোষ হয় কি না– এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসূল (সা) উম্মে সালামার (রা) জবাবে বলেছেন, তোমার

www.amarboi.org

হাত ধুলোয় মলিন হোক, তা নাহলে কিভাবে সন্তান তাঁর সাদৃশ্য হয়। উভয়ের (পিতা মাতার) মধ্যে যেটি (বীর্য) জয়যুক্ত হয় অথবা জরায়ুতে প্রবেশ করে, সন্তান তাঁরই সাদৃশ্য হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

'হযরত ইকরামা (রহ) বলেন, তিনি (আল্লাহ) ইচ্ছা করলে বানরের বা শূকরের আকৃতিতেও সৃষ্টি করতে পারেন'। আবার ইচ্ছা করলে গাধা বা শূকরের আকৃতিতেও গঠন করতে পারেন। 'কাতাদাহ (রহ) বলেন, এসবই সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুরই উপর সক্ষম। কিন্তু তিনি আমাদের উন্নত, উৎকৃষ্ট হৃদয়গ্রাহী এবং সুন্দর আকৃতি দিয়েছেন'।

www.amarboi.org

'আলাকের' (যা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে তার) ব্যাখ্যা

(علق) 'আলাক' শব্দটির অর্থ দৃঢ়ভাবে আটকে থাকা যেভাবে রক্ত চোষা জোঁক আটকে থাকে শরীরে, সেভাবে। শুক্রকীট দ্বারা নিষিক্ত ডিম্বাণুর একটি অবস্থাকে বর্ণনা করার জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। জরায়ু গহ্বরের পুরু স্তর থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি আহরণের পর ডিম্বাণুটি জরায়ুর গায়ে দৃঢ়ভাবে আটকে যায়।

এ দৃঢ়ভাবে আটকে যাওয়ার (Transplantation) ঘটনাটি ঘটে শুক্রকীট দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার ৬ দিন পর। ২৪ দিন পর্যন্ত এভাবে জোঁকের মতো আটকে থাকে জরায়ুর গায়ে (Endometrium)।

২৩–২৪ দিন বয়সের একটি ভ্রূণ দেখতে ঠিক জোঁকের মতো। নিখুঁত উপমা। শুধু জোঁকের মতো আটকে থাকে তাই নয়, বরং ভ্রূণটি decidua থেকে জোঁকের মতো রক্তও টেনে নেয়। এ সময়ের ভ্রূণটি অতিশয় ক্ষুদ্র থাকে। আরো ১ সপ্তাহ পর এটি খালি চোখে দেখার মতো আকার পায়। তখন তার আকৃতি হয় গমের দানার চেয়েও ক্ষুদ্র। জরায়ুতে ডিম্বাণুর দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকার ব্যাপারটি কুরআনের ৫টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ.

আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, এরপর বীর্য, এরপর এমন কিছু থেকে যা দৃঢ়ভাবে আটকানো। (সূরা হজ্জ : আয়াত-৫)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً.

আমি সামান্য পরিমাণ ফোঁটাকে (বীর্যকে) করেছি এমন কিছুতে যা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। (সূরা মুমিনুন : আয়াত-১৪)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ.

তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্র দ্বারা, অতঃপর এমন কিছু হতে যা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। (সূরা মুমিন : আয়াত -৬৭)

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً.

www.amarboi.org

অতঃপর সে ছিলো এমন কিছু যা দৃঢ়ভাবে আটকানো ছিলো। (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-৩৮)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে এমন কিছু হতে যা দৃঢ়ভাবে আটকানো। (সূরা আলাক : আয়াত-২)

(علق) 'আলাক' শব্দটির কোনো কোনো অনুবাদে অর্থ করা হয়েছে 'জমাট বাঁধা রক্ত' বলে। এটা শুধু ভুল নয় বরং এমন বিভ্রান্তিকর যে, এ ভুল থেকে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন। কেননা, প্রজনন প্রক্রিয়ার কোনো পর্যায়েই মানুষকে কখনোই জমাট বাঁধা রক্ত বা রক্তপিণ্ডের অবস্থা অতিক্রম করতে হয় না। এ 'আলাক' শব্দটির 'জোড়' অর্থ করা হয়। এটাও সমানভাবে অসঙ্গত।

www.amarboi.org

'মুদ্‌গার' (চিবানো গোস্তের) ব্যাখ্যা

(مضغة) 'মুদ্‌গা' শব্দটির অর্থ চিবানো গোস্ত (চিউড্ ফ্লেশ)। এ শব্দটি ব্যবহার করে আরেকবার চমৎকার উপমা দেয়া হয়েছে।

(علق) 'আলাক' বা দৃঢ়ভাবে আটকানো পর্যায়ে অতিক্রম করার পর আসে 'মুদ্‌গা' পর্যায়। ২৬তম দিন থেকে ২৭তম দিনের মধ্যে ভ্রূণটি মুদ্‌গায় (চিবানো গোস্তে) রূপ নেয়। প্রায় ২০ দিন থাকে এ চিবানো গোস্তের পর্যায়ে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً.

এরপর আমি দৃঢ়ভাবে আটকানো ভ্রূণটিকে চিবানো গোস্তের পিণ্ডে পরিণত করি। (সূরা মুমিনুন : আয়াত-১৪)

'মুদ্‌গা' পর্যায়ে একটি ভ্রূণকে ছেদন করলে তার আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো কাটা পড়ে। এ মুদ্‌গা ভ্রূণটি আংশিক পূর্ণ বিকশিত ও আংশিক অ-বিকশিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ.

এরপর চিবানো গোস্তের মতো পিণ্ড (মুদ্‌গা) থেকে যার আংশিক বিকশিত ও আংশিক অবিকশিত থাকে। (সূরা হজ্জ : আয়াত-৫)

যে বীর্য দ্বারা মানুষ সৃষ্টি অবধারিত হয়, তা মুখাল্লাকাহ এবং যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত তা গাইর মুখাল্লাকাহ।

যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুষম হয় সে মুখাল্লাকাহ অর্থাৎ পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অর্থাৎ দৈহিক গড়ন ইত্যাদি অসম সে গাইর মুখাল্লাকাহ অর্থাৎ অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট।

www.amarboi.org

'লাহ্‌মের' (অক্ষত গোস্তের) ব্যাখ্যা ও হাড়ের সৃষ্টি

পেশী বা গোস্ত বুঝাতে আরবীতে (لحم) 'লাহ্‌ম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। চিবানো গোস্ত বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে মুদ্‌গা এবং অক্ষত গোস্ত বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে লাহ্‌ম।

৭ম সপ্তাহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভ্রূণটি মুদ্‌গার (চিবানো গোস্ত পিণ্ডের) পর্যায় থেকে হাড়ের পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। একে বলা হয় 'মেসেনচাইমা' (Mesenchyma)।

৮ম সপ্তাহে পেশী গঠিত হয়। কোমল হাড়ের এ কাঠামোকে পেশী দিয়ে আবৃত করা হয়। এ পেশী বুঝাতে লাহ্‌ম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا.

এবং এ চিবানো গোস্তকে হাড়-হাড্ডিতে রূপ দেই এবং হাড়ের উপর দেই আবরণ অক্ষত গোস্তের দ্বারা। (সূরা মুমিনুন : আয়াত-১৪)

وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا.

হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখো আমি কেমন করে এগুলোকে জুড়ে দেই অতঃপর হাড়গুলোর উপর পেশীর আবরণ পরিয়ে দেই। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৯)

www.amarboi.org

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি

হাড় গঠিত হওয়ার সাথে ভ্রূণটা C (সি) আকৃতি থেকে সোজা, খাড়া ও সমান হয় এবং এ পর্যায়ে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে গঠিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَخَلَقَ فَسَوّٰى.

আল্লাহ তা'আলা তাকে সোজা, খাড়া ও সমান করেছেন এবং এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে গঠন করেছেন। (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-৩৮)

হাড় গঠনের পর্যায়ে অর্থাৎ ৪২ দিন পর ভ্রূণটি মানবীয় আকৃতি ধারণ করে এবং এর কান, চোখ প্রভৃতির চিহ্ন নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পেতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ.

তিনি তোমাদের দেন চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ। (সূরা সাজদা : আয়াত-৯)

فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا.

অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (সূরা দাহর : আয়াত-২)

হাদীস শরীফে রয়েছে, হাড় গঠনের পর্যায়ে অর্থাৎ ৪২ দিন পর ফেরেশতা এসে ভ্রূণকে মানবীয় আকৃতি দান করেন এবং তার কান, চোখ, ত্বক, গোস্ত, হাড় সৃষ্টি করেন। (মুসলিম শরীফ)

www.amarboi.org

লিঙ্গের প্রভেদ চিহ্ন প্রকাশ

মানুষতো প্রকৃতপক্ষে শুক্রের আকারে প্রাণহীন পানির এক নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ ফোঁটা ছাড়া কিছুই ছিলো না। অতঃপর মহান আল্লাহ ওটাকে যা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে তাতে পরিণত করেন, তারপর তা গোস্তের টুকরায় পরিণত হয়। এরপর মহান আল্লাহ ওকে আকৃতি দান করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর-নারী।

৮ম সপ্তাহ (লাহ্‌ম পর্যায়) এর মধ্যেই নর-নারীর লিঙ্গের প্রভেদ চিহ্ন প্রকাশ পেতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى.

অতঃপর তা (লাহ্‌ম পর্যায়) থেকে তিনি সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী। (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-৩৯)

হাদীস শরীফে রয়েছে, ৪২ দিন পর ভ্রূণের কাছে ফেরেশতা আসে, কিছু সময়ের ব্যবধানে ভ্রূণটা নর হবে, না নারী হবে আল্লাহ তা'আলা তা ফেরেশতাকে জানিয়ে দেন। (মুসলিম শরীফ)

যে আল্লাহ এ তুচ্ছ শুক্রকে সুস্থ ও সবল মানুষে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি কি তাকে ধ্বংস করে দিয়ে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না? অবশ্যই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে আরো বেশি সক্ষম হবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ.

আল্লাহ তিনিই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আবার ওকে ফিরিয়ে আনবেন (মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করবেন) এবং এটা তাঁর কাছে খুবই সহজ। (সূরা আর-রূম : আয়াত-২৭)

www.amarboi.org

আত্মার সৃষ্টি

৮ম সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণের মৃদু নড়াচড়া শুরু হয়। এটা ভ্রূণের মধ্যে রূহ (আত্মা) সঞ্চার হওয়ার লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ.

অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন এবং তাতে রূহ সঞ্চার করেন। (সূরা সাজদা : আয়াত-৯)

হাদীস শরীফে রয়েছে, অতঃপর আল্লাহর পক্ষ হতে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়, সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। (বুখারী)

আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সাতটি স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তা হলো, মৃত্তিকার সারাংশ, (বীর্য) যা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে তা, পেশী, হাড়, অক্ষত গোস্ত এবং আত্মা।

রূহ বা আত্মা কী? তার জবাব পাওয়া খুব কঠিন। সহজ অর্থে রূহ বা আত্মা হলো জীবনীশক্তি। একে দেখা যায় না। তার রঙ রূপ গঠন কিছুই বর্ণনা দেয়ার মতো নয়। রাসূল (সা)-কে যখন কাফেরেরা রূহ বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে (সা) বললেন, বলুন রূহ আমার (আল্লাহর) নির্দেশ।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحِ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنِ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً.

আর তারা আপনাকে রূহ বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে, আপনি বলুন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে সৃষ্ট এবং তোমাদেরকে অতি সামান্য (এ বিষয়ে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে। (সূরা বানী-ইসরাঈল : আয়াত-৮৫)

আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলের (সা) সাথে মদীনার জনবসতিহীন এলাকার পথ অতিক্রম করছিলাম। রাসূলের (সা) হাতে খেজুর ডালের একটি ছড়ি ছিলো। তিনি কয়েকজন ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করছিলেন।

www.amarboi.org

তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল, মুহাম্মাদ (সা) আগমন করেছেন, তাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। অপর কয়েকজন নিষেধ করলো। কিন্তু কয়েকজন ইহুদী প্রশ্ন করেই বসলো। প্রশ্ন শুনে রাসূল (সা) ছড়িতে ভর দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি (ইবন্ মাসউদ) অনুমান করলাম যে, তাঁর (রাসূলের সা.) প্রতি ওহী অবতীর্ণ হবে। কিছুক্ষণ পর ওহী নাযীল হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে শুনালেন। (মুসলিম শরীফ)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحِ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً.

আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, কুরাইশরা রাসূল (সা)-কে সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন করতো। একবার তারা মনে করলো যে, ইহুদীরা বিদ্বান লোক। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের জ্ঞান রাখে। কাজেই তাদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন জেনে নেয়া দরকার। যেসব দিয়ে মুহাম্মাদের (সা) পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। তদনুসারে কুরাইশরা কয়েকজন লোক ইহুদীর কাছে প্রেরণ করলো। তারা শিখিয়ে দিলো যে, তোমরা তাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করো'। (মুসনাদে আহ্মাদ)

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইহুদীরা রাসূলকে (সা) যে প্রশ্ন করেছিল, তাতে একথাও ছিলো যে, রূহকে কিভাবে আযাব দেয়া হয়। তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি বিধায় রাসূল (সা) তাৎক্ষণিক উত্তর দানে বিরত থাকেন। এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ইবন কাছীর)

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ তাদের জবাবে যতটুকু বলা জরুরি ছিলো এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিলো, ততটুকুই বলে দেয়া হয়েছে। কারণ তা বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিলো এবং তাদের কোনো প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নির্ভরশীল ছিলো না।

এখানে রাসূল (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি উত্তরে বলুন, রূহ আমার প্রভুর আদেশের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ রূহ সাধারণ সৃষ্ট জীবের মতো উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশ বিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং তা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার আদেশ كُنْ (হও) দ্বারা সৃজিত। এ জবাবে একথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না। ফলে রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যেসব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর হয়ে গেলো।

www.amarboi.org

রূহ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান মানুষের জন্য যথেষ্ট। রূহ ও জড়দেহ দুই জগতের দুই সত্তা। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে দুই জগতের দুই সত্তা, দুনিয়ার মতো দ্বীপ রাজ্যে একত্রে বসবাস করে। রূহ চলে গেলে জড়দেহ অচল হয়ে পড়ে। কারণ রূহ চলে গেলে জড়দেহকে যতই খাবার-দাবার দেয়া হোক না কেন সেটি আর কোনো কিছুই গ্রহণ করে না।

দুনিয়ার সকল লোভ-লালসা ত্যাগ করে সেটি চির নিদ্রায় চলে যায়। তাই দেহ এবং আত্মার মধ্যে আত্মাই হলো আসল। এর ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই, একে ভাগ করা যায় না এবং এর পরিমাপ করা যায় না। আমরা জগতের অনেক কিছু জানলেও নিজ দেহের আসল সত্তার পরিচয় জানি না। কল্পনায়ও তার পরিচয় তালাশ করি না।

তবে একথা সত্য যে, রূহের পরিচয় পাওয়া ও হৃদয়ঙ্গম করা খুব কঠিন। এ রূহ সম্পর্কে খুব জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক নয়। এজন্য শরীয়তে রূহ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করতে নিষেধ করা হয়েছে। আত্মা এবং জড়দেহ একত্রে বসবাস করলেও তাদের জন্মস্থান দুই ভিন্ন রাজ্যে। রূহ আলমে আমরে (রূহানী জগৎ) সৃষ্টি এবং জড়দেহে আলমে খালক-এর জগতের বস্তুর উপাদান দিয়ে গঠিত।

আলমে খালক-এর জগতের বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আছে। একে ভাগ করা যায়। পরিমাপও করা যায়।

কিন্তু আলমে আমরের সত্তাকে ভাগ করা যায় না। এর আকার নেই। এর বিনাশ বা ধ্বংস নেই। সে হিসেবে মানুষের রয়েছে দু'ধরনের আত্মা। একটি জীবাত্মা এবং অপরটি পরমাত্মা। জীবাত্মা পশুদেরও আছে। এ ধরনের আত্মার স্রষ্টাকে চেনা-জানার মতো শক্তি নেই।

অন্য দিকে পরমাত্মা, স্রষ্টাকে তালাশ করে এবং তাঁর আনুগত্যশীল হয়। তবে যাদের পরমাত্মা দুনিয়ার মোহে অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে, তাদের দ্বারা স্রষ্টার আনুগত্যের কাজ হয় না। এক্ষেত্রে জীবাত্মাই তাদের দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ তখন পরমাত্মা বন্দিশালায় বসে থেকে জীবাত্মার খায়েশ মতো দেহকে পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে পরমাত্মা প্রতিনিধির দায়িত্ব ভুলে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

না, এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচারূপে জমে গেছে। (সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত-১৪)

www.amarboi.org

দুই জগতের দুই সত্তা একত্রে মিলিত হলো কী করে? এক্ষেত্রে জীবদেহকে একটি রিমোট কন্ট্রোল গাড়ির সাথে তুলনা করে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

যেমন, একটি রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি মালিকের নির্দেশে কারখানায় তৈরি হলো। কিন্তু ঐ গাড়ির রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটারটি মালিকের হাতে থাকলো। নির্মাণ ব্যবস্থাপনা যখন পরিপূর্ণ হলো তখন গাড়িটি রাস্তায় চলার জন্য রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটারের সুইচ-এ চাপ দেয়া হলো। এতে রাস্তায় গাড়িটি চলতে লাগলো। তুলনামূলকভাবে আমাদের দেহ গাড়ি (জড়দেহ) মাতৃথলিতে পরিপূর্ণ নির্মাণ হলে, এটিকে জ্ঞান ও শক্তিতে পূর্ণ করে সচল করার জন্য সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ তা'আলা) কন্ট্রোল ট্রান্সমিটারের সুইচ চাপলেন। সাথে সাথে দেহগাড়ি সচল হয়ে চলতে শুরু করে।

রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটারের সুইচে চাপ দেয়ার পর গাড়িটি চললো যে শক্তির সাহায্যে তা কি জিনিস? মূলত রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটার থেকে যে নির্দেশ বের হয়, তা আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়ে আসলেও আমরা তাকে দেখতে পারি না। কার্যত ঐ যন্ত্রটি থেকে যে নির্দেশ যায় বিজ্ঞানের ভাষায় তা হলো 'তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ' বা ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিভ ওয়েভ।

অন্য দিকে মূল গাড়িতে এ ধরনের নির্দেশ ধারণ করার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ সেখানে থাকে রিমোট কন্ট্রোল রিসিভার। এটি ঐ নির্দেশকে ধারণ করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ ধরনের তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ রিমোট কন্ট্রোল গাড়ির জীবনী শক্তি। যার হাতে ঐ গাড়ির ট্রান্সমিটারটি থাকে তিনি ইচ্ছা করলে সুইচ অফ করে তা অচল করে দিতে পারেন। অথবা যখন গাড়ির যন্ত্রাংশসহ তেল, মবিল কমে যায় তখন যদি সেটি অচল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তখনও ট্রান্সমিটারের সুইচ অফ করে তা বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার বিশ্ব ব্যবস্থাপনার সুনিয়ন্ত্রিত কৌশলের মাধ্যমে 'রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটার'-এর সুইচ অফ করে মানুষের দেহগাড়ি অচল করে থাকেন। এ পর্যায়ে এসে বুঝতে হবে যে, রূহ বা আত্মা হলো আল্লাহর নির্দেশ। যা তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গের ন্যায় এক ধরনের জীবনী শক্তি।

এ শক্তি 'রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটার' (বিজ্ঞানে ভাষায়) থেকে তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গের ন্যায় শূন্য মাধ্যম দিয়ে উড়ে এসে মানুষের 'কল্‌ব' বা রিমোট কন্ট্রোল রিসিভারকে সচল করে। এ ধরনের জীবনী শক্তি বা রূহ হলো 'চুম্বক তথ্য তরঙ্গ'। তবে এ সত্তাকে বিশেষ বিশেষ কিছু গুণ সংযোগ করে দেয়া হয়েছে।

www.amarboi.org

জড়দেহের ডি. এন. এ. কোড যেমন পূর্ব পুরুষের দৈহিক ও চারিত্রিক গুণাগুণ নতুন প্রজন্মের কাছে নিয়ে আসে, তেমনি লাইফ কোডে বা 'চুম্বক তথ্য তরঙ্গ' বিশেষ কিছু গুণ স্রষ্টার পক্ষ থেকেই অর্জিত হয়। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে রূহ সম্পর্কে বুঝতে কষ্ট না হওয়ারই কথা। কারণ তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ সম্পর্কে বিজ্ঞানমনা সকল মানুষের কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

মানুষ চৌমাত্রিক জগতে বাস করে বলে মাত্রা জ্ঞানের বাইরের অদৃশ্য কোনো বস্তু যে এতো ক্ষমতা রাখতে পারে সে ধারণা (আন্দাজ) করতে পারে না। তবে তড়িৎ চুম্বক যে রূহ তা নয়, এটি সমপর্যায়ের একটি উদাহরণ মাত্র। এ জগতের সকল বস্তুই তরঙ্গের আঁধার। আমরা যা কিছু খাই, যার উপর দিয়ে চলি, সকল কিছুই তরঙ্গ আর তরঙ্গ। বস্তুর ঘরে নির্যাস হলো কোয়ান্টা বা তরঙ্গ ঝাঁক। অর্থাৎ তরঙ্গ বা শক্তির ঘণীভূত অবস্থাই পদার্থ।

আবার পদার্থসহ সকল কিছুই তথ্য কণার জমাটবদ্ধ রূপ। সে অর্থে রূহ হলো 'আদেশ তথ্য কাঠামো' (Command information bit)। সব মিলে পৃথিবীর কোনো বস্তুর অভ্যন্তর শূন্য থাকে না। কারণ শক্তির পাশাপাশি থাকে বিভিন্ন ধরনের বল। অন্য দিকে কোনো কণাই পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকে না।

তাদের মধ্যে থাকে আন্ত-আণবিক ফাঁক। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহের আন্ত-আণবিক ফাঁক বন্ধ করতে পারলে একটা বৃহৎ মানুষ একটা বিন্দুতে পরিণত হয়ে যাবে। তখন রূহ ও একটা জড় মানুষের মধ্যে খুব একটা বড় তফাৎ থাকবে না।

এ আলোচনা থেকে আমরা ধারণা নিতে পারি যে, রূহ হলো অবিনশ্বর জীবনী শক্তি। যা কোনো দূর অতীতের অজানা জগৎ থেকে মানুষের দেহ রাজ্যে প্রবেশ করে সেটিকে সচল রাখে। রূহ বা আত্মা হলো একটি অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক সত্তা। একে ধরা যায় না, দেখা যায় না, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটারের প্রেরিত 'তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ' যেমন রিমোট কন্ট্রোল রিসিভার ধারণ করে যন্ত্রটিকে সক্রিয় করে তেমনি স্রষ্টার (Command information bit) মানব দেহকে জ্ঞানে ও শক্তিতে শক্তিশালী করে সতেজ রাখে। তাই আল্লাহ রাসূল (সা)-কে বলেছেন– বলুন, (اَلرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ) 'আত্মা আমার প্রভুর হুকুম'।

আল্লাহ মানব আত্মার মধ্যে কিছু জ্ঞান বা তথ্য দিয়েছেন। দুনিয়াতে এসে

www.amarboi.org

অনেকেই দুনিয়ার মোহে সে তথ্যের খবর ভুলে যায়। ফলে তারা পরকালে মুক্তির পথ হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট নিষ্কলঙ্ক আত্মা নিয়ে আসবে সে ছাড়া অন্য কেউই নাজাত (মুক্তি) পাবে না। (সূরা শুআরা : আয়াত-৮৯)

إِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ. 'একমাত্র সে ব্যক্তি মুক্তি পাবে যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছবে। সে দিন (কিয়ামাতের দিন) কারো অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না। একমাত্র কাজে আসবে নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ, যাতে শিরক ও কুফর নেই।

কেউ কেউ ঈমান ও সৎকর্মকে সুস্থ অন্তঃকরণ বলেছেন। এও বলা হয়েছে, অর্থ, সন্তান-সন্ততি এসব ঈমানদারদের কাজে আসবে, কাফিরদের নয়। আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ হলো, যা কলেমায়ে তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শিরক থেকে পবিত্র। 'সাঈদ ইবন্ মুসাইয়িব (রহ) বলেন, মুমিনের অন্তঃকরণই সুস্থ অন্তঃকরণ। কাফিরের অন্তঃকরণ অসুস্থ হয়ে থাকে'। যেমন কুরআন শরীফ বলে,

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ.

মানুষ কখনও নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে না। তাই আত্মার অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। মানব দেহের মূল সত্তা হলো আত্মা। আখেরাতে আত্মারই বিচার হবে। তবে আত্মার বাহন বা প্রকাশ আবরণ 'জড়দেহ' বিচারের বাইরে থাকবে না। আত্মাকে তার বাহনে চড়িয়ে শাস্তি দেয়া হবে।

রূহ বা আত্মার স্বভাব-প্রকৃতি চার ধরনের হয়ে থাকে। ক. পশুর স্বভাব খ. কুকুরের স্বভাব গ. শয়তানের স্বভাব ঘ. ফেরেশতার স্বভাব।

যারা ফেরেশতার স্বভাবকে মানবিক মর্যাদায় উন্নীত করে অন্যান্য দোষগুলো বিসর্জন দিতে পারবে তারাই আখিরাতে মুক্তি লাভ করবে। তাই আদম সন্তানের মধ্যে কতক হবে জান্নাতী, আর কতক হবে জাহান্নামী।

যেমন হাদীসে কুদসীতে এর প্রমাণ মিলে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদমের সন্তানকে তাঁর পিঠ হতে বের করলেন, তারপর তাদেরকেই তাদের নিজের

www.amarboi.org

ব্যাপারে সাক্ষী করে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী তোমাদের প্রভু নই? তারা বললো, হ্যাঁ। তারপর তিনি তাদেরকে তাঁর দুই হাতের তালুতে সঞ্চালন করলেন এবং বললেন, 'এরা জান্নাতী, আর এরা জাহান্নামী। তারপর জান্নাতবাসীদের জন্য তাদের আমল সহজ করে দেয়া হবে'। (হাদীসে কুদসী)

রূহ সম্পর্কে এটাই শেষ কথা নয়। মহান আল্লাহর অদৃশ্য সৃষ্টিগুলোর মধ্যে রূহ হলো অনুভবের জিনিস। তাই মানুষের পক্ষে রূহ সম্পর্কে বিশদ জানা ও ব্যাখ্যা করা তার সাধ্যের বাইরে।

মহান আল্লাহই জানেন রূহের গঠন, রূহ, চরিত্র সম্পর্কে। আমরা শুধু অনুমানের উপর ভর করে আল্লাহর কুদরতের অসীম দরিয়ায় সাঁতরানোর চেষ্টা করছি।

www.amarboi.org

নতুন সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ

দ্বাদশ সপ্তাহের মধ্যেই ভ্রূণটি পুরোপুরি মানুষের আকৃতি ধারণ করে ও নতুন এক সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ভ্রূণ বিজ্ঞান এর (এ সৃষ্টির) নাম দিয়েছে ফীটাস। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ.

অতঃপর আমি তাকে এক নতুন সৃষ্টিরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতো কল্যাণময়। (সূরা মুমিনুন : আয়াত-১৪)

এতদিন ভ্রূণের সম্পর্ক ছিলো বস্তু জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর মাঝে আত্মা আসার পর এর সম্পর্ক স্থাপিত হয় রূহানী জগতের সাথে। এজন্য একে নতুন সৃষ্টি বলা হয়েছে।

(خَلْقًا اٰخَرَ) এর তাফসীর আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস, মুজাহিদ, শা'বী, ইকরামা, যাহ্হাক, আবুল আলিয়া প্রমুখ তাফসীরবিদ 'রূহ সঞ্চার' দ্বারা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে রয়েছে, সম্ভবত এ রূহ বলে জৈব রূহ বুঝানো হয়েছে। কারণ এটাও বস্তুবাচক ও সূক্ষ্ম দেহবিশেষ, যা জৈব দেহের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে।

চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ বলেন। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে (ثُمَّ) ছুম্মা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'আলমে আরওয়াহ' তথা রূহের জগত থেকে প্রকৃত রূহকে এনে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এ জৈব রূহের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। অনাদিকালে আল্লাহ তা'আলা এসব রূহকে সমবেত করে বলেছিলেন (اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) আমি কি তোমাদের প্রভু নই? উত্তরে সবাই সমস্বরে (بَلٰى) হ্যাঁ বলে আল্লাহর প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল।

হ্যাঁ, মানব দেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পরে স্থাপিত হয়। এখানে রূহ সঞ্চার দ্বারা যদি জৈব রূহের সাথে প্রকৃত রূহের সম্পর্ক স্থাপন বুঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভব হয়। মানবজীবন প্রকৃত পক্ষে এ প্রকৃত রূহের

www.amarboi.org

সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপন হয়ে গেলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেই মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহও তখন তার কাজ ত্যাগ করে। تَخْلِيْق ও خَلَقَ أَحْسَنَ الْخٰلِقِيْنَ. এর আসল অর্থ নতুনভাবে কোনো সাবেক নমুনা ছাড়াই কোনো কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ। এ অর্থের দিক দিয়ে (خالق) স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। অন্য কোনো ফেরেশতা অথবা মানুষ কোনো সামান্যতম বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে خلق ও تخليق শব্দ কারিগরীর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কারিগরীর স্বরূপ এর বেশী কিছু নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এ বিশ্ব ভূমণ্ডলে যেসব উপকরণ ও উপাদান রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পর সংযোজন করে এক নতুন জিনিস তৈরী করা। এ কাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এ অর্থের দিক দিয়ে কোনো মানুষকেও কোনো বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলে দেয়া হয়। স্বয়ং পবিত্র কুরআন বলছে, وَتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বলেছে–

إِنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ لَهَيْئَةِ الطَّيْرِ.

এসব ক্ষেত্রে خلق শব্দ রূপকভঙ্গিতে কারিগরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে এখানে الخلقين শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষ কারিগরীর দিক দিয়ে নিজেদের কোনো বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ সব কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর।

www.amarboi.org

বাইরে বের করা

এভাবে মাতৃগর্ভে সন্তান পূর্ণবৃদ্ধি লাভের পর নবম/দশম মাসে তাকে বাইরে ঠেলে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ.

অতঃপর (তিনি) তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছেন। (সূরা আবাসা : আয়াত-২০)

মানুষের এ সৃষ্টিতথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ তার নিজস্বরূপে পৃথিবীতে আসে।

(ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহস্যবলে মাতৃগর্ভের তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এবং সংরক্ষিত জায়গায় মানুষকে সৃষ্টি করেন। যার গর্ভে এ সৃষ্টিকর্ম চলে সে নিজেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানে না। এরপর আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিই এ জীবিত পূর্ণাঙ্গ মানুষের মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয়। চার-পাঁচ পাউণ্ড ওজনের দেহটি সহীহ সালামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে তেমন কোনো দৈহিক ক্ষতি হয় না।

(ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ) আল্লাহ তা'আলা মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন তুলে বলেন, কেউ কি চিন্তা করে দেখেছে যে, আল্লাহ তাকে কি ঘৃণ্য জিনিস দিয়ে তৈরি করেছেন? তিনি কি তাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না? শুক্র বিন্দু দ্বারা তিনি (আল্লাহ) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদের তাকদীর (ভাগ্য) নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ বয়স, জীবিকা, আমল এবং সৎ ও অসৎ হওয়া। তারপর তাদের জন্য মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছেন। অর্থ এও হতে পারে, আমি স্বীয় দ্বীনের পথ সহজ করে দিয়েছি অর্থাৎ সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا.

আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। (সূরা আদ-দাহর : আয়াত-০৩)

www.amarboi.org

হাসান ও ইবন্ যায়েদ (রঃ) এ অর্থটিকে সঠিক বলেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

(ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ) দুনিয়ায় তার জীবন যাপনের জন্য সমস্ত উপকরণ সরবরাহ করেছেন। নয় তো স্রষ্টা যদি এ শক্তিগুলো ব্যবহার করার মতো এসব উপায়-উপকরণ পৃথিবীতে সরবরাহ না করতেন তা হলে তার দেহ ও মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি ব্যর্থ প্রমাণিত হতো। এছাড়াও স্রষ্টা তাকে এ সুযোগও দিয়েছেন যে, সে নিজের জন্য ভালো বা মন্দ, কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞা, আনুগত্য বা অবাধ্যতার মধ্যে যে কোনো পথ চায় গ্রহণ করতে পারে। তিনি উভয় পথই তার সামনে খুলে রেখেছেন এবং প্রত্যেকটি পথই তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। এখন এর মধ্য থেকে যে পথে ইচ্ছা সে চলতে পারে।

www.amarboi.org

ডারউইনের ক্রম বিবর্তনবাদের জবাব– এক

চার্লস ডারউইন (১৮০৯–১৮৮২) জীবের রূপান্তরের জন্য প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection) নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তার মতে পৃথিবীর সকল জীব প্রাকৃতিকভাবে টিকে থাকা এবং তাদের বংশবৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত হওয়ার সমান যোগ্যতা রাখে না।

যাদের যোগ্যতা বেশি তারাই প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে থাকে। অন্য দিকে জীবের শারীরিক কাঠামোর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রূপান্তরও ঘটেছে ঐ একই প্রক্রিয়ায়।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের যে পদ্ধতির কথা বলা হয়, তাতে এ ধরনের ব্যতিক্রম শুধু অনুচিত নয়, অসম্ভব। বিশেষত কোনো প্রাণী-প্রজাতি কিংবা কোনো উদ্ভিদের এমন কোনো উন্নতি বা বিস্তৃতি অসম্ভব যা দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষতি সাধন হতে পারে।

এক শ্রেণীর 'দেওদার' নামক গাছে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। ওসব রাসায়নিক পদার্থ এমন সব পোকা-মাকড়কে আকৃষ্ট করে যার ফলে সংশ্লিষ্ট গাছটির ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়। এ রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টিই সংশ্লিষ্ট গাছটির মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিন্তু লক্ষণীয় যে, কোটি কোটি বছর যাবত এ ধারা অক্ষুণ্ন রয়েছে। একইভাবে প্রকৃতির নির্বাচন ফার ও পাইন জাতীয় গাছপালাকেও পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারছে না।

'এ্যান্টিলোপ' হরিণ তার দ্রুততার জন্য অনায়াসেই শত্রুতার কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু এদের মধ্যেই একটি শ্রেণীর হরিণ আছে, যাদের নাভিতে সৃষ্টি হয় এমন এক সুগন্ধী, যে সুগন্ধী সে হরিণ যতদূর যায়, তার রেশ রেখে চলে। শিকারীরা এ কস্তুরী বা মৃগনাভির সুগন্ধি অনুসরণ করে সহজেই তাদের ঘায়েল করে থাকে।

সুতরাং ডারউইনের থিওরী সত্য বলে বিশ্বাস করলে এও বিশ্বাস করতে হয় যে এ শ্রেণীর 'এ্যান্টিলোপ' এতো দিনে নির্বংশ হয়ে গেছে। কিন্তু তা মোটেও সত্য নয়। এর আরো উদাহরণ বিদ্যমান।

যেমন এক শ্রেণীর প্রাণী-প্রজাতির মাথায় বিরাটাকার শিং গজিয়ে থাকে। এসব

www.amarboi.org

শিং নিঃসন্দেহে তাদের দ্রুতগতির পথে প্রতিবন্ধক। অথচ এ যুগেও আমরা এক শ্রেণীর হরিণের মাথায় এমন শাখাযুক্ত শিং-এর কথা জানি যা তাদের জঙ্গলের চলাফেরায় নিঃসন্দেহে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

'কোয়েলাক্যান্থের' (এক ধরনের মাছের নাম) উপর জীব বিজ্ঞানীরা যে গবেষণা চালিয়েছেন, সেসব গবেষণার ফলাফল দেখে তারা নিজেরাই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। তারা দেখতে পেয়েছেন ডারউইনের থিওরীর সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় এ শ্রেণীর মাছ শুধু টিকে যায়নি বরং লক্ষ-কোটি বছর যাবত এ শ্রেণীর মাছ তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও অটুট রেখে চলেছে।

ডারউইনের থিওরী তথা নেচারাল সিলেকশনের ধারা যদি সত্য হতো, তাহলে এ শ্রেণীর মাছের চরিত্রগত যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হতো এবং তারা নিজেরাও ভিন্ন শ্রেণীর মাছ কিংবা অন্য প্রাণীতে রূপান্তরিত না হয়ে পারতো না। অথচ এ মাছের গঠন-কাঠামো এ প্রমাণই সাব্যস্ত করেছে যে, এ শ্রেণীর মাছ টিকে রয়েছে এবং লক্ষ-কোটি বছর যাবত এ শ্রেণীর মাছের মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

বলা আবশ্যক যে, অনেক বিজ্ঞানী-গবেষকই তাঁদের গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ডারউইনের তত্ত্বের বিপরীতে ভুরিভুরি তথ্য ও প্রমাণ পেয়েছেন। ওসব তথ্য ও প্রমাণ খুঁটিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে, প্রাণীজগতের গঠন-কাঠামোর পরিবর্তন কখনই এক বা অভিন্ন নয়। তাছাড়া কোন্ পরিবর্তনটা যে সংশ্লিষ্ট প্রাণীজগতের জন্য ক্ষতিকর আর কোনটা যে তাদের টিকে থাকার জন্য অনুকূল তা নির্ণয় করাও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

www.amarboi.org

ডারউইনের ক্রম বিবর্তনবাদের জবাব– দুই

চার্লস ডারউইনের কাল্পনিক ক্রমবিবর্তনবাদ অনুযায়ী মানুষ কখনোই বানর-হনুমানের লেজ খসা বিবর্তিত রূপ নয়। ডারউইনের থিওরীতে বলা হয়েছে, এক কোষা প্রাণী থেকে ক্রমবিকাশবাদের ধারা মোতাবেক ব্যাঙ, বানর ও বন মানুষের পর্যায়ে পার হয়ে আমরা মানুষ হয়ে পড়েছি।

এ থিওরীতে হযরত আদম (আ)-কে প্রথম মানুষ বলা হয় না এবং আল্লাহকেও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করা হয় না। এ থিওরীতে 'জীবনের' ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কতিপয় বস্তুগত শক্তির কারণে জীবন আপনা থেকেই অস্তিত্ব লাভ করে, যার মধ্যে রয়েছে তিনটি পর্যায়,

ক. Reproduction (প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন নতুন জীবন সৃষ্টি হওয়া)।

খ. Varlation (উৎপন্ন বস্তুতে কিছুটা পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া)।

গ. Differential Survival (বংশ পরম্পরায় উন্নতি লাভ করে এ পার্থক্যের সম্পূর্ণতা অর্জন করা)।

জীবন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً.

আপনি বলুন, জীবন আল্লাহর হুকুমে সৃষ্ট একটা শক্তি মাত্র। এ সম্পর্কে বুঝার মতো জ্ঞান তোমাদের খুব সামান্যই দান করা হয়েছে। (সূরা ইসরা : আয়াত-৮৫)

এ জীবনের মধ্যে রয়েছে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বিচারবোধ সম্পন্ন মন, ঘুম, স্বপ্ন, বর্ণনাশক্তি ইত্যাদি। এসব তত্ত্ব ও তথ্য বেমালুম উপেক্ষা করে নাস্তিকেরা বলে উঠলো, ধর্ম অন্ধকার যুগের কুসংস্কার, মানুষ যন্ত্রবৎ, মানুষ আদম (আ) থেকে নয়, বরং আদমের (আ) দুই হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা ছিলো ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ ইত্যাদি। নাউযুবিল্লাহ।

ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদের থিওরীকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে মেনে নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন নব্য বিজ্ঞানী আল্লাহকে অস্বীকার করে বসলো। ঐ সময়

www.amarboi.org

জার্মান বিজ্ঞানী কান্ট বললো, আমাকে বস্তু জোগাড় করে দাও, বিশ্ব কিভাবে তৈরি করতে হয় আমি তা দেখিয়ে দেব।

হিকেল বললো, পানি রাসায়নিক দ্রব্য ও উপযুক্ত সময় পেলে আমি মানুষ তৈরি করতে পারি।

ভলটেয়ার বললো, আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেনি, বরং মানুষ তাদের কল্পনায় আল্লাহকে সৃষ্টি করে নিয়েছে।

নিটশে বললো, আল্লাহ এখন আর বেঁচে নেই। তাদের ধারণায় মানুষ যন্ত্রবৎ।

আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ বাকশক্তি ও বিবেকসম্পন্ন জীব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هُوَ الَّذِىْ أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيْلاً مَا تَشْكُرُوْنَ.

বলুন, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও চিন্তাভাবনা করার মতো মন দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা খুব কমই আছ, যারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। (সূরা মূলক : আয়াত-২৩)

মানুষের হাতের জায়গায় হাত, পায়ের জায়গায় পা, চোখের জায়গায় চোখ, কানের জায়গায় কান এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কতো সুন্দর করে আল্লাহ সাজিয়েছেন। যার মধ্যে এক চুল পরিমাণ কোনো অবিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা নেই। এ কথাকেই বুঝান হয়েছে انشاكم কথা দ্বারা।

আল্লাহ তা'আলা শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, মন, বর্ণনাশক্তি, ঘুম ইত্যাদির কথাও বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

তিনি তাদেরকে (মানুষদেরকে) বর্ণনাশক্তি দিয়েছেন। (সূরা আর-রহমান : আয়াত-২)

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.

আমি তোমাদের (মস্তিষ্কের বিশ্রামের জন্য) ঘুম দিয়েছি। (সূরা নাবা : আয়াত-৯)

এছাড়াও আল্লাহ মানুষ সম্পর্কে আরও বহু কিছু বলেছেন।

www.amarboi.org

তাদের জবাবে বলা যায়, যন্ত্র কি পারবে মানুষের মতো ঘুমাতে? মানুষের মতো স্বপ্ন দেখতে? মানুষের মতো চিন্তা-ভাবনা করতে? মানুষের মতো কথাবার্তা বলতে? মানুষের মতো কাউকে ভালোবাসতে? মানুষের মতো কারো বেদনায় কাঁদতে? মানুষের মতো কোনো কিছু শুনতে? মানুষের মতো কোনো কিছু দেখতে? দেখাতে?

এছাড়াও মানুষদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা রয়েছে। এদের থেকে খুব ছোট সন্তান জন্ম নেয় এবং ছোট সন্তান ক্রমে ক্রমে পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে বড় হয়। যন্ত্রের মধ্যে কি পুরুষ ও স্ত্রী রয়েছে? এদের থেকে কি ছোট যন্ত্র জন্ম নেয়, যারা পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে বড় হয়? যেদিন যন্ত্র, মানুষের এসব গুণ অর্জন করতে পারবে সেদিনই মানুষের সাথে তার তুলনা চলবে, এর পূর্বে নয়।

আচ্ছা! বানর ও হনুমানের লেজ খসে যদি মানুষ হয়, তাহলে ইতিহাস সংরক্ষণের পর হতে কেন একটি বানর ও মানুষ হলো না? একটি হনুমান ও মানুষ হলো না?

অর্থাৎ হাজার হাজার বছরের মধ্যে একটা লোকও কেন দেখলো না যে, তার সামনে একটা বানর মানুষ হয়ে গেলো?

শুয়া পোকা থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পার হলেই একটি প্রজাপতি বেরিয়ে আসে। উচিত ছিলো একটি নির্দিষ্ট সময় পার হলেই একটি বানর থেকে মানুষ বেরিয়ে আসা। কিন্তু তা কেন হয় না?

তারা (নাস্তিকেরা) বলে, নিষ্প্রয়োজনে বানরের লেজ খসে গেছে। তাই যদি হয় তবে এখন তো মানুষের পাখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সে পাখা কেন গজাচ্ছে না? যদি এমন হয় যে, যা একবার খসে পড়ে তা প্রয়োজনের তাগিদে পুনরায় গজায় না। তাই যদি হয় তবে বানরের পূর্বাবস্থায় তো লেজ ছিলো না বানর সে লেজ পেলো কী করে?

এ উদ্ভট মতকে ব্যঙ্গ করে ভাষা বিজ্ঞানী ড: মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 'ভবিষ্যতের মানুষ' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞানীদের উক্ত থিওরী ঠিক হলে ভবিষ্যতে মানুষের শুধু মাথাটাই থাকবে এবং তা আরও খানিকটা বড় হয়ে পড়বে। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না তখন এ থিওরীও টিকছে কী?

এসব যুক্তি খণ্ডন করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَفَرَءَيْتُمْ مَا تُمْنُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ.

www.amarboi.org

তোমরা কি লক্ষ্য করে দেখো না, যে বীর্য নিক্ষেপ করো তা কী? (কি ধরনের গুণ ও শক্তিসম্পন্ন) তা তোমরা নিজেরাই কি সৃষ্টি করতে পারো? না কি আমি সৃষ্টি করে থাকি? (সূরা ওয়াকেয়া : আয়াত-৫৮-৫৯)

বীর্যের মধ্যে এমন কিছু নির্দিষ্ট উপাদান রয়েছে যার থেকে পিতার ও মাতার অনুরূপ সন্তান হতে পারে। অর্থাৎ পিতা মাতার লেজ বা শিং থাকলে তাদের বীর্যের মধ্যে লেজ বা শিং তৈরির উপাদান থাকবে এবং তাতে লেজ বা শিং তৈরি হবে।

কিন্তু যদি পিতা মাতার বীর্যের মধ্যে লেজ বা শিং তৈরির উপাদান না থাকে তবে তাদের সন্তানদের লেজ বা শিং হবে না।

এমনকি আমরা দেখেছি, পিতা মাতার গায়ের রঙটাই শুধু নয়; বরং চোখের মনির রঙটাও পর্যন্ত পিতা মাতার অনুরূপ হয়ে থাকে।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহর এ বিধান ড: ফ্রয়েডের পরীক্ষায় ধরা পড়লো। তিনি বললেন, পিতার বীর্যে লেজ তৈরির উপাদান না থাকলে, তার সন্তানের লেজ হবে না। ফলে ডারউইনের থিওরী ড: ফ্রয়েডের থিওরী দ্বারা খণ্ডিত হয়ে গেলো।

এর পরেও যদি বানর হতে মানুষ হয় তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে বানর ও মানুষের মধ্যে না হয় সাদৃশ্য রয়েছে কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে। বানরের মধ্যে বাকশক্তি নেই, বিবেক-বিবেচনাবোধ নেই, লজ্জা শরম নেই, গর্ব অহঙ্কার নেই কিন্তু মানুষের মধ্যে তা আছে। তাহলে এগুলো মানুষের মধ্যে এলো কোথা থেকে, কিভাবে লাভ করে?

কুরআন এসব বিজ্ঞানীদের (নাস্তিকদের) কথাও রেকর্ড করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ.

সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। (সূরা ইয়া-সীন : আয়াত-৭৮)

www.amarboi.org

কুরআনের ভ্রূণতত্ত্বের ব্যাপারে খ্রিস্টান বিজ্ঞানীদের মতামত

১৯৮১ সালে সউদি আরবের দাম্মাম শহরে অনুষ্ঠিত '৭ম সউদি মেডিকেল সম্মেলনে' কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রূণতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ও বিখ্যাত খ্রিস্টান বিজ্ঞানী ড: কেইথ এল মুর বলেন,

'কুরআনের মানব-সন্তানের ক্রমবৃদ্ধি সংক্রান্ত বিবরণগুলো পরিষ্কার ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পেরে আমি বড়ই আনন্দিত। আমার নিকট এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এরূপ বিবরণ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট থেকে মুহাম্মাদের কাছে এসেছে। কারণ, এ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রায় সবটাই পরবর্তী অনেক শতাব্দী পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিলো। আমার নিকট এটা এ সত্যকেই প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী ছিলেন।'

১৯৮৩ সালে আরবের রিয়াদ শহরে অনুষ্ঠিত '৮ম সউদি মেডিকেল সম্মেলনে' কানাডার ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রী রোগ বিজ্ঞান, শিশুরোগ, এ্যানাটমি প্রভৃতি বিষয়ের প্রফেসর ডা: টি ভি এন পারসাদ বলেন,

'আমার মনে হয় যে, মুহাম্মাদ অত্যন্ত সাদা-সিধে ধরনের লোক ছিলেন। তিনি পড়তে পারতেন না, লিখতেও জানতেন না।

অর্থাৎ তিনি ছিলেন পুরোপুরিভাবেই একজন নিরক্ষর বা উম্মি ব্যক্তি। আর আমরা যে যুগের কথা বলছি তা ছিলো ১৪ শত বছর আগের কথা। আপনাদের একজন নিরক্ষর লোক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন সব বক্তব্য এবং নিগূঢ় তথ্য দিয়ে গেছেন যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত বিস্ময়কর, অত্যন্ত সঠিক ও নির্ভুল।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বুঝতে পারছি না, কিভাবে এগুলো পরিকল্পনাবিহীনভাবে দৈবাৎ ঘটে যেতে পারলো? আর কিভাবেই তা সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারলো? তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সামান্যতম কোনো ভুলত্রুটি নেই।

মুহাম্মাদের মুখ দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব নির্ভুল বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে, তা যে আল্লাহর বাণী, ড: মুরের ন্যায় তা মেনে নিতে আমাদের মনেও কোনোরূপ জটিলতা নেই।

www.amarboi.org

আমেকিার প্রথম সারির বিজ্ঞানী প্রফেসর মার্শাল জনসন, যিনি আমেরিকার 'ফিলাডেলফিয়াতে' অবস্থিত 'থমাস জেফারসন ইউনিভার্সিটির' ড্যানিয়েল ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা এবং অ্যানাটমি বিভাগের প্রধানও ছিলেন। একদা তাকে কুরআন বর্ণিত ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত আয়াতগুলোর উপর তার মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি জবাবে বলেছিলেন, কুরআনের আয়াতে বর্ণিত ভ্রূণ সংক্রান্ত বিভিন্ন স্তরের অণুপুঙ্খ বর্ণনা কখনও যুগপৎ সংঘটন বা কাততলীয় হতে পারে না। তিনি বলেছিলেন, এ ধরনের বর্ণনা তখনই সম্ভব ছিলো, যদি মুহাম্মাদের নিকট কোনো শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র থাকতো। যখন তাকে একথা স্মরণ করে দেয়া হয় যে, কুরআন ১৪০০ বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদের যুগের কয়েক শতাব্দী পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তখন প্রফেসর জনসন হেসে উঠে এ মন্তব্যও করেছিলেন যে, সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আণুবিক্ষণিক ক্ষমতা ১০ গুণের অধিক ছিলো না; এমনকি কোনো চিত্রও পরিষ্কার দেখা যেত না। তিনি আরো বলেছিলেন, 'আমার এখানে এ ধারণা পোষণ করতে কোনো অসুবিধা নেই যে, মুহাম্মাদ যখন কুরআন আবৃত্তি করেছিলেন, তখন সেখানে অবধারিতভাবে ঐশরিক হস্তক্ষেপযুক্ত ছিলো'। (কুরআন এন্ড মডার্ণ সাইন্স : কমপেথিবল অর ইনকমপেথিবল, ডা. জাকির নায়েক, অনুবাদ : মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মল্লিক)

www.amarboi.org

মানব সৃষ্টি : ইসলাম ও বিজ্ঞানে

(সংক্ষিপ্ত রূপ)

নারীর ডিম্ব ও পুরুষের শুক্রকীট হতে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে উভয়ের মিশ্র শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি" (সূরা দাহর : আয়াত-২)। তবে পুরুষের শুক্র হতে নবজাতকের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ পুরুষের শুক্র হতে সৃষ্টি করেছেন যুগল পুরুষ ও মহিলা" (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-৩৯)। মানুষের সৃষ্টিতে খুব সামান্য (নুৎফা) শুক্রের প্রয়োজন হয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন আরো যা বলছে,

"অতএব তিনি, (মানুষের) বংশধরকে সৃষ্টি করেছেন নগণ্য পানির নির্যাস থেকে।" (সূরা সাজদা : আয়াত-৮)

"তিনি মানুষদের সৃষ্টি করেছেন (নুৎফা) সামান্যতম শুক্র হতে।" (সূরা নাহল : আয়াত-৪)

"সে কি (নুৎফা) সামান্য শুক্র ছিলো না?" (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-৩৭)

বিজ্ঞান বলে নারীর ডিম্বানালীতে (Fallopean tube) অপেক্ষারত ডিম্বাণুকে উর্বর করতে সামান্যতম শুক্রের প্রয়োজন। একটি মাত্র শুক্র, ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে। একেই নুৎফা বলা হয়। মাতৃগর্ভে সন্তান উৎপাদন ও তাঁর ক্রমবৃদ্ধি হয় স্তরে স্তরে, পর্যায়ক্রমে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন স্তরে স্তরে, পর্যায়ক্রমে।" (সূরা নূহ : আয়াত-১৪)

বিজ্ঞান বলে তিনটি পর্দার আড়ালে ভ্রূণের অবস্থান। এ পর্দা তিনটি হলো, (১) অ্যানটেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, (২) ইউটেরাইন ওয়াল, (৩) অ্যামনিও কোরিওনিক মেমব্রেন। এ পর্দা তিনটির কথা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে পাকে এভাবে বলেন, "তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক (মায়ের পেটের পর্দা, জরায়ুর পর্দা ও গর্ভফুল) ত্রিবিধ অন্ধকারে।" (সূরা যুমার : আয়াত-৬)

'আলাক' শব্দের অর্থ হলো, দৃঢ়ভাবে আটকে থাকা, যেভাবে রক্ত চোষা জোঁক মানুষের শরীরে আটকে থাকে। শুক্রকীট দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার ৬ দিন পর

www.amarboi.org

এ ঘটনা ঘটে। ২৪ দিন পর্যন্ত ভ্রূণটি জোঁকের মতো আটকে থাকে। দেখতেও নিখুঁত জোঁকের মতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"তোমাদের গঠন করেছি এমন কিছু থেকে, যা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে।" (সূরা হজ্জ : আয়াত-৫)

"সামান্যতমকে পরিণত করেছি এমন কিছুতে যা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে।" (সূরা মুমিনুন, আয়াত-১৪)

"এরপর হয়েছিল এমন কিছু, যা দৃঢ়ভাবে আটকানো ছিলো।" (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-৩৭-৩৮)

"যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দৃঢ়ভাবে আটকানো (আলাক) বস্তু থেকে।" (সূরা আলাক : আয়াত-১-২)

'মুদগা' অর্থ হলো চিবানো গোস্ত। ২৬ থেকে ২৭ দিনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আটকানো বস্তুটি মুদ্‌গায় (চিবানো গোস্তে) রূপ নেয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এর পর আমি দৃঢ়ভাবে আটকানো ভ্রূণটিকে চিবানো গোস্ত পিণ্ডে পরিণত করি।" (সূরা মুমিনুন : আয়াত-১৪)

৭ম সপ্তাহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভ্রূণটি চিবানো গোস্তের মতো গোস্ত পিণ্ড হতে হাড়ের পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অনতিবিলম্বে আমি চিবানো গোস্ত পিণ্ড থেকে হাড়সমূহ সৃষ্টি করি।" (সূরা মুমিনুন : আয়াত-১৪)

হাড় গঠিত হওয়ার সাথে সাথে ভ্রূণটা C আকৃতি থেকে সোজা, খাড়া ও সমান হয় এবং এ পর্যায়ে এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে গঠিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ তাকে সোজা, খাড়া ও সমান করেছেন এবং তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে গঠন করেছেন।" (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-৩৮)

বিজ্ঞান বলে হাড় গঠনের পর্যায়ে অর্থাৎ ৪২ দিন পর ভ্রূণটি মানবীয় আকৃতি ধারণ করে এবং এর কান, চোখ প্রভৃতির চিহ্ন পাওয়া যায়। এ মর্মে কুরআন শরীফে রয়েছে, "তিনি তোমাদের দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ।" (সূরা সাজদা : আয়াত-৯)

'হাদীস শরীফে রয়েছে, ৪২ দিন পর ফেরেশতা এসে ভ্রূণকে মানবীয় আকৃতি দান করেন এবং তার কান, চোখ, ত্বক, গোস্ত ও হাড় সৃষ্টি করেন।' (মুসলিম শরীফ)

www.amarboi.org

৭ম সপ্তাহে নরম হাড়সমূহ সৃষ্টি হয়, ৮ম সপ্তাহে গোস্তপেশী গঠিত হয়। যেই মাত্র নরম হাড়ের ছাঁচ গঠিত হয়ে যায়, অনতিবিলম্বে চতুর্দিকস্থ "মেসেনচাইমা" থেকে ক্রমে গোস্তপেশী গঠিত হয়ে তাকে আবৃত করে ফেলে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখো, আমি কেমন করে এগুলোকে জুড়ে দেই, অতঃপর হাড়গুলোর উপর গোস্তের আবরণ পরিয়ে দেই।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৯)

৮ম সপ্তাহের মধ্যেই (লাহম পর্যায়ে) নর-নারীর লিঙ্গের প্রভেদ চিহ্ন প্রকাশ পেতে থাকে। এ মর্মে কুরআন বলছে, "অতঃপর তা (লাহম পর্যায়) থেকে তিনি সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী।" (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-৩৯)

হাদীস শরীফে রয়েছে, ৪২ দিন পর ফেরেশতা আসে, কিছু সময়ের ব্যবধানে ভ্রূণটি নর হবে, না নারী হবে, আল্লাহ তা ফেরেশতাকে জানিয়ে দেন। (মুসলিম শরীফ)

উল্লেখ্য, মুদ্‌গা দ্বারা চিবানো গোস্ত আর লাহম দ্বারা অক্ষত গোস্তকে বুঝান হয়ে থাকে।

৮ম সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণের মৃদু নড়াচড়া শুরু হয়। যা ভ্রূণের মধ্যে (রূহ) আত্মা সঞ্চার হওয়ার লক্ষণ। এ সম্পর্কে আল কুরআন বলছে, "অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন।" (সূরা সিজদাহ : আয়াত-৯)

দ্বাদশ সপ্তাহের মধ্যেই ভ্রূণটি পুরো মানুষের আকৃতি ধারণ করে ও নতুন এক সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ভ্রূণবিজ্ঞান বলছে, এর নাম ফীটাস। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর আমি তাকে এক নতুন সৃষ্টিরূপে দাঁড় করেছি।" (সূরা মুমিনুন : আয়াত-১৪)

এভাবে মাতৃগর্ভে সন্তান পূর্ণ বৃদ্ধি লাভের পর নবম/দশম মাসে তাকে বাইরে ঠেলে দেয়া হয়। কুরআন শরীফ বলছে, "অতঃপর (তিনি) তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছেন।" (সূরা আবাসা : আয়াত-২০)

মানুষের এ সৃষ্টি তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ তার নিজস্বরূপে পৃথিবীতে আসে।

চার্লস ডারউইনের কাল্পনিক বিবর্তনবাদ অনুযায়ী মানুষ কখনোই বানর-হনুমানের লেজ খসা বিবর্তিত রূপ নয়। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিছু বিজ্ঞানী ডারউইনের মতবাদকে চূড়ান্ত সত্য মেনে নিয়ে, তাকে সাপোর্ট করে বসলো। তারা (কান্ট, হিকেল, ভলটেয়ার ও নিটশে) বললো, মানুষ একটি যন্ত্রবৎ। আল্লাহ বলতে কেউ নেই। আর থাকলেও তিনি এখন বেঁচে নেই।

www.amarboi.org

তাদের জবাব হলো, যন্ত্র কি পারবে? মানুষের মতো ঘুমাতে, স্বপ্ন দেখতে, কথাবার্তা বলতে, চিন্তা-ভাবনা করতে, কাউকে ভালোবাসতে, কারো বেদনায় কাঁদতে ও কোনো কিছু দেখতে। এছাড়া মানুষের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা আছে, এদের থেকে ছোট সন্তান হয়। এরপর সন্তানগুলো খাদ্য খেয়ে বড় হয়। যন্ত্রের মধ্যে কি ছোট যন্ত্র জন্ম নেয়? যারা খাদ্য খেয়ে বড় হয়। না কখনোও না। আচ্ছা! বানর ও হনুমানের লেজ খসে যদি মানুষ হয়, তাহলে ইতিহাস সংরক্ষণের পর হতে একটি বানর-হনুমানের লেজ খসে তো মানুষ হলো না।

এছাড়া বানর-হনুমানের মধ্যে জ্ঞান নেই, বাকশক্তি নেই, বিবেক বিবেচনাবোধ নেই, লজ্জা-শরম নেই ও গর্ব অহঙ্কার নেই, কিন্তু মানুষের মধ্যে তা আছে। তাহলে এগুলো কোথা হতে বিকাশ লাভ করলো?

কুরআন মাজিদ এসব বিজ্ঞানীদের (নাস্তিকদের) কথাও রেকর্ড করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়"। (সূরা ইয়া-সীন : আয়াত-৭৮)

www.amarboi.org

তথ্যসূত্র

তাফসীর

* তাফসীর ইবন্ কাছীর, হাফিজ ইমাদুদ্দিন ইবন্ কাছীর (রহ)
* তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ)
* বয়ানুল কুরআন, আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ)
* তাফসীরে কুরতুবী, ইমাম কুরতুবী (রহ)
* তাফসীরে মাযহারী, কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ)
* তাফসীরে তাফহীমুল কুরআন, আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)
* তাফসীরে সাঈদী, আল্লামা দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্রন্থ

* বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান, ডঃ মরিস বুকাইলী, অনুবাদ আখতার-উল-আলম
* কুরআন এণ্ড মডার্ন সাইন্স, ডঃ মুরিস বুকাইলী, অনুবাদ জালাল উদ্দীন বিশ্বাস
* দ্য অরিজিন অব ম্যান, ডঃ মরিস বুকাইলী, অনুবাদ আখতার-উল-আলম
* আদমের আদি উৎস, আল মেহেদী
* যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব, খন্দকার আবুল খায়ের
* কুরআন এবং জেনেটিকস
* জীব বিজ্ঞান
* পদার্থ বিজ্ঞান

পত্রিকা

* মায়ের গর্ভে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রফেঃ ডঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, মাসিক আত-তাহরীক, অক্টোবর-০৬ইং
* কুরআনে ভ্রূণতত্ত্ব, বিজ্ঞানীদের বিস্ময়, জামান সাদী, মাসিক পৃথিবী, জানুয়ারী-০৩ইং
* কুরআন ও হাদীসে আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের অলৌকিক নিদর্শন, ডঃ মাসুদ করিম, মাসিক মুসলিম ডাইজেস্ট, ফেব্রুয়ারি-০৬ইং

❖ ❖ ❖

www.amarboi.org



RAQS Publications